ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-200 ■ 21 April, 2026 ■ আগরতলা ২১ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ৭ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নেতাজিকে 'জাতীয় সন্তান' স্বীকৃতির দাবি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস)।। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু-কে 'জাতীয় সন্তান' ঘোষণা এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী-র ভূমিকা স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) সোমবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ, যেখানে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী উপস্থিত ছিলেন, এই মামলাটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে জানায়, একই ধরনের আবেদন আগেও একাধিকবার খারিজ হয়েছে।

আবেদনকারী পিনাকপাণি মহান্তি তাঁর পিটিশনে নেতাজিকে 'জাতীয় সন্তান' ঘোষণার পাশাপাশি ২৩ জানুয়ারি (নেতাজির জন্মদিন) এবং ২১ অক্টোবর (১৯৪৩ সালে আইএনএ গঠনের দিন) জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণার দাবি জানান। এছাড়াও ওড়িশার কটকে নেতাজির জন্মস্থানকে জাতীয় জাদুঘর হিসেবে ঘোষণা করার আবেদন করা হয়।

শুনানির শুরুতেই আদালত আবেদনকারীকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি আগে একই ধরনের আবেদন করেছেন কি না। আদালত এই ধরনের পুনরাবৃত্তি আবেদনকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করে এবং জনস্বার্থ মামলার অপব্যবহার নিয়ে সতর্ক করে।

আদালত পর্যবেক্ষণ করে, "এ ধরনের ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক প্রশ্ন বিচারবিভাগের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায় না।" একই সঙ্গে রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দেওয়া হয়, এই ধরনের বিষয়ে আবেদনকারী ভবিষ্যতে কোনও পিটিশন জমা দিলে তা গ্রহণ না করতে।

উল্লেখ্য, এর আগেও মার্চ মাসে নেতাজির মরদেহ জাপান থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনার দাবিতে করা একটি আবেদন শুনানিতে নিতে অস্বীকার করেছিল শীর্ষ আদালত। সেই সময় নেতাজির নাতি-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের পক্ষে সওয়াল করা আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আবেদন প্রত্যাহারের অনুমতি চান।

সুপ্রিম কোর্ট তখনও একই প্রশ্ন তোলেএ ধরনের বিষয় নিয়ে কতবার আদালতের দ্বারস্থ হওয়া হবে। আদালত আরও মন্তব্য করে, নেতাজির একমাত্র আইনগত উত্তরাধিকারী অনিতা বোস পাফ যদি কোনও দাবি জানাতে চান, তবে তাঁকেই সরাসরি আদালতে আসতে হবে। নেতাজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আদালত স্পষ্ট করে দেয়, এই ধরনের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘোষণার বিষয় বিচারব্যবস্থার আওতার বাইরে।

বাড়িছাড়া কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়ে বিক্ষোভে পড়েন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের জেরে বাড়িঘর ছেড়ে আসা বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে আজ ভগৎ সিং যুব আবাসে যান প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এদিন প্রথমে তিনি সেখানে আশ্রয় নেওয়া কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। অভিযোগ, তিপরা মথা সমর্থিত গোষ্ঠীর হামলার জেরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু কর্মী-সমর্থক সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন।

তবে এই সফর ঘিরে ভগৎ সিং যুব আবাসে উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ, পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন একাংশ কর্মী-সমর্থক। সেই সময় কিছু উত্তেজিত ব্যক্তি সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হন বলে জানা গেছে, যার ফলে কিছুক্ষণের জন্য অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এদিন রাজীব ভট্টাচার্যের সঙ্গে ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা বিধায়ক কল্যাণী রায়, বিজেপি সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রতিনিধিদল আশ্রিত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজীব ভট্টাচার্য হিংসার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, তিওটা মথা 'থানসা' বা ঐক্যের কথা বললেও বাস্তবে তাদের সমর্থকরাই উপজাতি সমাজের মানুষদের উপর হামলা চালাচ্ছে। এতে স্পষ্ট, তারা জনজাতি মানুষের উন্নয়ন বা কল্যাণে আন্তরিক নয়। তিনি আরও জানান, ভয়-ভীতির কারণে শতাধিক বিজেপি কর্মী নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এলেন মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর প্রধান মোহন ভাগবত সোমবার আগরতলায় পৌঁছেছেন। তিনি আগামী ২১ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরার মোহনপুরের ফকিরা মুরায় অবস্থিত মা চিন্ময়ী সৌন্দর্য মন্দিরের 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি আদি শংকরাচার্য জয়ন্তীর দিনেই আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একই দিনে 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' ও 'কুম্ভাভিষেক' উভয় আচারই সম্পন্ন হবে।

চিন্ময় মিশন ইন্টারন্যাশনালের অধীনস্থ চিন্ময় সেবা ট্রাস্টের সভাপতি অমিত রক্ষিত জানিয়েছেন, এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা-সহ বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য ভক্ত ও আধ্যাত্মিক অনুরাগীদের সমাগম ঘটবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভারত-দক্ষিণ কোরিয়ার বৈঠক

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে দু'দেশের একাধিক সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস)।। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সোমবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং-এর সঙ্গে বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে মোদি বলেন, "বিশ্বজুড়ে উত্তেজনার এই সময়ে ভারত ও কোরিয়া একসঙ্গে শান্তি ও স্থিতিশীলতার বার্তা দিচ্ছে। আমরা খুশি যে আজ কোরিয়া আন্তর্জাতিক সৌর জোট এবং ইন্দো-প্যাসিফিক মহাসাগর উদ্যোগ-এ যোগ দিচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, দুই দেশই মনে করে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রেসিডেন্ট লি-কে স্বাগত জানিয়ে মোদি বলেন, এটি তাঁর প্রথম ভারত সফর এবং এই সফরের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। গত এক দশকে ভারত-দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্ক আরও গতিশীল ও বহুমুখী হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী জানান, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে দুই দেশ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ২৭ বিলিয়ন ডলার, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত দলীয় কর্মীদের আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। সম্প্রতি টিটিএএডিসি নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। অভিযোগ, কিছু তিপ্রা মথা আশ্রিত দুষ্কৃতী দলীয় পরিচয়ের আড়ালে হিংসাত্মক আচরণে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বহু মানুষের বাড়িঘর ভাঙচুর হয়েছে এবং অনেকে আহত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বহু পরিবার প্রাণ বাঁচাতে নিজেদের বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এলাকাগুলিতে এখনও আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে মোট ক্ষতিগ্রস্ত ২৫৮ পরিবারের সমন্ধে। এমন অবস্থায় মানবিক উদ্যোগ হিসেবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতিটি পরিবারকে ২৫,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব জেলা শাসকদের বিষয়টি তদারকি করে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম কিস্তি হিসেবে মোট ৬৪.৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। বাকি পরিবারের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। এই সহায়তার ফলে মোট ৮টি ব্লকের ২৫৮টি পরিবার উপকৃত হবে। অন্যদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, সরকার ' দ্যা ত্রিপুরা রিকভারি অফ ডেমেজ টু পাবলিক এন্ড প্রাইভেট প্রোপার্টি অ্যাক্ট ২০২১ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে। আইনের বিধান অনুযায়ী, যে সমস্ত দুষ্কৃতীরা এই ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী, তাদের কাছ থেকেই নষ্ট হওয়া সম্পত্তির মূল্য আদায় করা হবে এবং সেই অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে বণ্টন করা হবে।

বলদাখালে অবৈধ হুকলাইন কাটতে গিয়ে

ড্রেনে ফেলে খুনের চেষ্টা কর্মরত বিদ্যুৎকর্মীকে, জিবিতে আশঙ্কাজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। বিদ্যুৎ শুধু একটি পরিষেবা নয়এটাই জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। আর সেই জীবনরেখা সচল রাখতে যাঁরা দিনরাত কাজ করেন, তাঁদের ওপর যদি এভাবে হামলা নামে, তার অভিঘাত শুধু একজন কর্মীর শরীরে নয়, গোটা সমাজের ওপর পড়ে। খয়েরপুরের বলদাখালে সোমবার বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনাটি সেই কঠিন বাস্তবকেই নগ্ন করে দিল।

বোধজংনগর থানায় খয়েরপুর বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজার (ইলেকট্রিক্যাল) নিতাই বিশ্বাসের দাখিল করা অভিযোগপত্র অনুযায়ী, বিদ্যুৎ কর্মীরা একটি শর্ট কল অ্যাটেন্ড করতে বলদাখাল এলাকায় পৌঁছন। সেখানে একটি অবৈধ হুকলাইন চোখে পড়ে। নিয়ম মেনে সেই হুকলাইন কাটতে গিয়েই আচমকা আক্রমণের মুখে পড়তে হয় তাঁদের।

অভিযোগে স্পষ্ট, কৃষ্ণ দাস, (পিতা নির্মল দাস) নির্মল দাস (পিতা: গোপাল দাস) ও চন্দন দাস (পিতা: গোপাল দাস) সহ কয়েকজন দুষ্কৃতী পরিকল্পিতভাবে কর্তব্যরত কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। বিদ্যুৎ কর্মী বিকাশ কর্মকারকে লক্ষ্য করে বেধড়ক মারধর করা হয়, তারপর নির্মমভাবে ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। ঘটনাটি নিছক হামলা নয়এটি সরাসরি খুনের চেষ্টার শামিল, এমনটাই অভিযোগে উল্লেখ। রক্তাক্ত অবস্থায় সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ মা-মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ এপ্রিল ।। উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার পূর্ব রাধাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মা ও মেয়ের রহস্যজনক নিখোঁজের ঘটনায়। নিখোঁজ রয়েছেন প্রানকৃষ্ণ পালের স্ত্রী মন্টি পাল (৪০) এবং তাঁদের ৭ বছরের কন্যা রেশ্মি পাল। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার মন্টি পাল তাঁর কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে আগরতলায় বাবার বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। ধর্মনগর রেল স্টেশনে পৌঁছানোর পরই তাঁদের শেষবার দেখা যায়। এরপর থেকেই তাঁদের আর কোনও খোঁজ মেলেনি।

প্রানকৃষ্ণ পাল জানান, সেদিনই আগরতলা থেকে তাঁর শ্যালিকা ফোনে মন্টি পালের সঙ্গে কথা বলেন। সেই সময় মন্টি পাল স্টেশনে থাকার কথা জানান। কিন্তু ওই কথোপকথনের পর থেকেই তাঁর মোবাইল ফোন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে মা-মেয়ের কোনও সন্ধান মেলেনি, যা রহস্য আরও ঘনীভূত করছে।

পরিবারের পক্ষ থেকে আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের মধ্যে ব্যাপক খোঁজাখুঁজি চালানো হলেও কোনও সূত্র মেলেনি। অবশেষে বাধ্য হয়ে প্রানকৃষ্ণ পাল ধর্মনগর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, ধর্মনগর রেল স্টেশনের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি দীর্ঘদিন ধরে বিকল থাকায় তদন্ত কার্যত অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো অবস্থায় পড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

চন্ডিপুরে ভিলেজ অফিস দখল ঘিরে বিজেপি মথার বচসায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। ঊনকোটি জেলার চন্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মাইলং এডিসি ভিলেজে ভিলেজ অফিস দখলকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনে সাফল্যের পর তিপ্রা সমর্থকরা ভিলেজ অফিসে জড়ো হয়ে অস্থায়ী কমিটি গঠনের দাবি জানায় এবং এই মর্মে লিখিত আবেদনও জমা দেয়। তাদের অভিযোগ, ২০১৬ সালের পর থেকে ভিলেজ কাউন্সিলের কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি, যার ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপি সমর্থকদের দাবি, বিষয়টি ইতিমধ্যেই প্রশাসনের নজরে রয়েছে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। এদিকে, স্থানীয় সাধারণ মানুষের একাংশের মতে, অতীতে ভিলেজ অফিস দখল নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছিল, তারই "কর্মফল" এখন সামনে আসছে। ফলে শাসক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে কথার লড়াই আরও তীব্র হয়েছে। প্রশাসন আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখলেও, দ্রুত ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন না হলে ভবিষ্যতে উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসীরা।

শোক প্রধানমন্ত্রীর

উধমপুরে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা মৃত্যু বেড়ে ২১, আহত ৬১ জন

জম্মু, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২১। সোমবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং।

এক্স-এ পোস্ট করে তিনি জানান, "এখনও পর্যন্ত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৬১ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উধমপুর হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর এক আহতকে এয়ারলিফট করে সরকারি মেডিকেল কলেজ, জম্মু-এ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

শ্যালকের দায়ের কোপে গুরুতর জখম ভগ্নিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২০ এপ্রিল ।। পারিবারিক বচসাকে কেন্দ্র করে শ্যালকের দা'য়ের কোপে গুরুতর জখম হলেন ভগ্নিপতি। আহতের নাম বিক্রম দেববর্মা (৩৫)। অভিযুক্ত শ্যালক বিজয় দেববর্মা (২৯) বর্তমানে পলাতক বলে জানা গেছে।

ঘটনাটি রবিবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ কমলপুর থানাধীন ধনচন্দ্র পাড়া এডিসি ভিলেজে ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মদ্যপ অবস্থায় কোনও এক বিষয়কে কেন্দ্র করে বিজয় দেববর্মা তাঁর বোনের স্বামী বিক্রম দেববর্মার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যে তা তীব্র আকার ধারণ করে। অভিযোগ, উত্তেজিত হয়ে বিজয় দেববর্মা দা নিয়ে এসে বিক্রমের মুখে আঘাত করেন। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিধায়কের গাড়িতে হামলা ৩ অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। এডিসি নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিন বিজেপি বিধায়ক অভিষেক দেবরায়ের গাড়িতে হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আরকেপুর থানার পুলিশের হাতে ধৃতরা হলেন বিবেকানন্দ দেববর্মা, নারায়ণ জমাতিয়া এবং মনি সাধন জমাতিয়া।

উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় জানান, ভোটের দিন সকাল প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ তুলামুড়া আউটপোস্ট এলাকা থেকে মাতাবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২১ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
৭ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বেকারত্ব হতাশা বাড়াইতেছে

কর্মসংস্থানের অভাব যুব সমাজকে বিপদে পরিচালিত করিতেছে। একদিকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যুবক-যুবতীরা নেশায় আচ্ছন্ন হইতেছে। অন্যদিকে আত্মহত্যার প্রবণতা ও বাড়িতেছে।। এই ভয়ংকর প্রবণতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরো অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিবে তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না। এই ভয়ংকর পরিস্থিতি হইতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও বর্তমান প্রজন্মকে রক্ষা করিতে হইবে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে আরো বেশি করিয়া কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সৌজন্যে সারা বিশ্বেই যেভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পাইতেছে তাহাতে যুবসমাজ বিভ্রান্ত হইতেছে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে কর্ম বিমুখ করিয়া তুলিতেছে। এইভাবে চলিতে থাকিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চরম অনিশ্চয়তায় পড়িবে।আত্মহত্যা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এক ভয়ংকর ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। ছাত্র জীবন হইতে শুরু করিয়া কর্মজীবন সর্বত্রই হতাশা দানা বাধিতেছে। চাহিদার ক্রমবর্ধমান চাপ একসময় ভয়ংকর বিপদ ডাকিয়া আনে। প্রতিযোগিতার ইদর দৌড়ে সাফল্য না আসিলে হতাশাগ্রস্থ হইয়া ছাত্ররা পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বাঁচিয়া নিতেছে। এই সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। শুধু ছাত্ররাই নয় যুবসমাজ কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশা গ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যার পথ বাছিয়া নিতেছে।ভারতে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার বার্ষিক হারের বৃদ্ধি ছাপাইয়া গিয়াছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও। 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর' পরিসংখ্যান দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছে— 'পড়ুয়াদের আত্মহত্যা: ভারতে মহামারীর আকার নিয়াছে'। এই সংক্রান্ত রিপোর্টও তাহারা বার্ষিক আইসিথ্রি সম্মেলনে সামনে আনিয়াছে। একদিকে দেখা গিয়াছে, সামগ্রিক আত্মহত্যা যেখানে বছরে ২ শতাংশ হারে বাড়িয়াছে, সেখানে পড়ুয়া আত্মহত্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশ! এর মধ্যে অনেক মৃত্যুর খবরই গণচক্ষুর সামনে আসে না।২০২২ সালে মোট পড়ুয়া আত্মহত্যার ৫৩ শতাংশ ছিল পুরুষ ছাত্র। আবার ২০২১-'২২ সালের মধ্যেই পুরুষ পড়ুয়ার আত্মহত্যা কমিয়া ৬ শতাংশ। অন্যদিকে, মহিলা পড়ুয়াদের আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়াছে ৭ শতাংশ! আত্মঘাতী পড়ুয়ার এক-তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর। গত এক দশকে ছাত্র আত্মহত্যার হার ৫০ শতাংশ, ছাত্রী আত্মহত্যার হার বাড়িয়াছে ৬১ শতাংশ।কেন এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতি? প্রথমত, নিউক্লিয়ার পরিবারে বহু পড়ুয়াই একমাত্র সন্তান হওয়ার সুবাদে বাবা-মা'র যাবতীয় মনোযোগ, আগ্রহ ও আদর-আহ্লাদের কেন্দ্রে থাকে। ফলে চাহিদা বাড়ে, উচ্চাশা তৈরি হয়। প্রতিকূলতার সামনে কীভাবে লড়িতে হয়, পারিবারিক স্নেহের ঘেরাটোপে তাহা থেকে যায় অজানা। এরপর বাস্তব জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইয়া অনেকেই তাই খেই হারাইয়া ফেলে। বিশেষত, প্রতিযোগিতার বাজারে যখন কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসে না, তখন হতাশা সহজেই গ্রাস করে তাহাদের। অধিকন্তু, তাহারা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। চট করিয়া চরম সিদ্ধান্ত নিয়া ফেলে। ছোট থেকে নানা অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া নিয়া চলিতে শেখাটাও তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, লেখাপড়ার অতিরিক্ত চাপ অনেক সময় পড়ুয়াদের অবসাদগ্রস্ত করিয়া তোলে। তৃতীয়ত, বাবা-মায়ের কাছে এখন আর ছেলেমেয়ে আলাদা নয়। অর্থ ব্যয় করিয়া সন্তানের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা বাবা-মা চান, তাহারা দ্রুত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে। কিন্তু সাফল্যের পাশেই যে ব্যর্থতার সম্ভাবনাও লুকাইয়া থাকে, তাহারা ভুলিয়া যান। নিজের জীবনের অপ্রাপ্তির বোঝা চালাইয়া দেন সন্তানের উপর। যাহার মূল্য সন্তানরা অনেক সময় জীবন দিয়া শোধ করে। সন্তানকে চিরতরে হারাইয়া ফেলিবার আগে তাহাদের সাফল্যের মতো তাহাদের ব্যর্থতাগুলোকেও বাবা-মায়ের ভালবাসতে শিখিতে হইবে।পাশাপাশি ওয়াকিবহাল হইতে হইবে পড়ুয়া-মনের অন্ধিসন্ধি সম্পর্কে। বুঝিতে হইবে, কোন বিষয়ে, কেন তাহাদের মনে 'ট্রমা' তৈরি হইতেছে। কেনই-বা আমরা তাহাদের 'ট্রিগার পয়েন্ট' চিনিতে ও বুঝিতে ব্যর্থ হইতেছি। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পার্শচাপ থাকিবেই। তাহা বলিয়া আত্মহননকে সমাধান-সূত্র হইতে দেওয়া যায় না।

উধমপুর বাস দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর, মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মৃতদের পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল (পিএমএনআরএফ) থেকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর সামাজিক মাধ্যমে জানায়, এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির খবর পেয়ে তিনি মর্মাহত এবং নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন। আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনাও করেছেন তিনি। ঘোষণা অনুযায়ী, মৃতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

জানা গিয়েছে, সোমবার উধমপুর জেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩৩ জন আহত হয়েছেন। বাসটি রামনগর থেকে উধমপুর শহরের দিকে আসার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এবং উল্টে যায়।

উধমপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রেম সিং জানান, আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উধমপুরের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, বাকিদের রামনগরেই চিকিৎসা চলছে। উদ্ধারকাজ জোরকদমে চলছে এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসা দেওয়াই এখন প্রধান লক্ষ্য।

এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে এবং গুরুতর আহতদের এয়ারলিফট করার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা এই ঘটনাকে 'হৃদয়বিদারক' বলে উল্লেখ করে শোকপ্রকাশ করেছেন এবং প্রশাসনকে সবরকম সহায়তার নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ-ও গভীর শোক প্রকাশ করে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সরকার সবসময় রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সব সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

দুর্ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, তদন্ত চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

নাট্যকার বটে, সূর্য উঠিয়ে ছাড়ল

মনোজ মিত্র

এভারেস্ট জয় করেছিলেন কে? তেনজিং নোরগের কাঁধে হাত দিয়ে নাট্যকার মন্মথ রায়---বড় একটা ছবি ছিল মন্মথদার বিবেকানন্দ রোডের বসার ঘরে। মন্মথদার বাহুমুলের নীচে কাঁচুমাচু মুখে তেনজিং---আর তেনজিংয়ের মাথার ফুট দেড়েক ওপরে গর্বকরোজ্জ্বল নাট্যকারের মুখ। একঝলকে বোঝা মুশকিল এভারেস্ট জয় করেছেন কে? পরের আলো এমন করে আত্মসাৎ করে নিতে আর দেখেছি কেবল আকাশের সূর্যকে। কৃতী মানুষকে সম্মাননা জ্ঞাপনে মন্মথদার জুড়ি মেলা ভার। বৃহতের বন্দনায় বিশালদেহী মানুষটি অকাতরে উপাধি-ভূষণ বিলিয়ে গিয়েছিন বিস্তর। অহীন্দ্র চৌধুরী যে 'নটসূর্য', নির্মলেন্দু লাহিড়ী যে 'রাণীবিনোদ', নরেশ মিত্র যে 'নটশেখর', ছবি বিশ্বাস যে 'নটসম্রাট'— কিংবা নীহারবালা, সরযুবালা যে 'কলালক্ষ্মী' আর 'নাট্যসম্রাজ্ঞী'---এসব তো বাঙালিরা জেনেছে তাঁরই মুখ থেকে। তা এগুলো না হয় যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য ভূষণ—যাকে বলে 'কর্ণেষু যোগ্যং নকর্ণিকারং', আমাদের মতো অজস্র পুঁচকে খুদে বন্ধুকেও যেসব খেতাব বিলিয়ে গিয়েছেন অবিরত, সেগুলো যদি আমরা আজ ফাঁস করি, আমাদের বউ-ছেলেমেয়েরাও হাত কামড়াবে---ইস, আমরা তখন কোথায় ছিলাম? কী জানি, মানুষটি যেন ছিলেন বাংলা নাট্যের ছোট্ট আঙিনাটাকে বড় করে তুলে ধরার জন্য। নাট্যকারের নেত্রকনীনিকায় বুঝি বা লাগানো ছিল বিবর্ধক কাঁচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস।

উনি যেদিন অডিটোরিয়ামে, সেদিন আর কারও হাততালি না দিলেও চলত। মন্মথদা একাই একশো। অভিনয় শেষ হওয়া মাত্র গ্রিনরুমে ছুটে আসা, শিল্পী-কলাকুশলীদের জনে জনে বুকে জড়িয়ে ধরা---নাট্যকার মন্মথ রায় ছিলেন থিয়েটারে নিয়ত শুভার্থী । তরুণ বয়সে এতটা প্রশ্রয় আমরা আর কোন প্রবীণের কাছে পেয়েছি, বলতে পারব না। বিজন ভট্টাচার্য আমাদের শো-ভাঙার পরে কক্ষনও স্টেজের ভেতরে আসতেই চাইতেন না। যদি বা জোরজার করে তাঁকে নিয়ে আসা হত—এমনই চিন্তাকুল থাকতেন, নাটক কেমন হল জিজ্ঞেস করার ভরসাই পেত না কেউ। নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুচকি মুচকি হাসতেন---বাপু, সবে নেমন্তন্ন খেয়ে উঠলাম, আগে হজমটা করতে দাও, তবে না বুঝব কেমন লাগল। সুধী প্রধান বলে যেতেন—নাটক রচনা থেকে শুরু করে প্রযোজনা পর্যন্ত মোটমাট কতগুলো ভুলভ্রান্তি আর বিচ্যুতি ঘটেছে আমাদের। তাৎক্ষণিত প্রতিক্রিয়া প্রকাশে অনেকের ছিল আবার ঘোর আপত্তি। সন্দেহে নেই, এইসব বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ছিলেন বাংলা নাট্যের যথার্থ অভিভাবক—অযথা গুণগান করে তরুণদের তরুণদের মাথা খেতে চাননি। কিন্তু মন্মথ রায় তো আমাদের অভিভাবক ছিলেন না, ছিলেন বন্ধু সঙ্গী।

সামনাসামনি দাঁড়িয়ে থিয়েটার প্রশংসায় সত্যজিৎ রায় এবং মন্মথ রায় ছিলেন বড়ই দরাজ। গ্রিনরুমে ওঁদের দেখলেই মনে হত, এমন অসাধারণ নাট্যপ্রযোজনা এই ওঁরা প্রথম চাক্ষুষ করলেন। মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো বলবেন, বিশালদেহী মানুষের এটা একটা সাধারণ গুণ। ক্ষুদ্রকে হাত ধরে টেনে তোলার একটা দায়বদ্ধতা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছেন তাঁরা মন্মথদার কলমে প্রথম নাটক 'বঙ্গে মুসলমান'-এর আয়তনও কেবল তাঁর মতো বিরাট পুরুষের হাতেই মানায়। অভিনয় করতে লেগেছিল মোটামুটি গোটা একটা রাত্রি। 'বঙ্গে মুসলমান-এর যবনিকা যখন পড়ল, সূর্য উঠে গিয়েছে, নাট্যকার বটে, সূর্য উঠিয়ে ছাড়ল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ ছাত্রনিবাস 'জগন্নাথ হল'-এর প্রোভোস্ট কথাসাহিত্যিক ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত পরামর্শে পঞ্চাঙ্ক নাটক ছেড়ে লিখলেন স্বল্পদৈর্ঘ্যের 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) --- একদৃশ্যে নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহে সম্পূর্ণ একাঙ্ক নাটক।

'মুক্তির ডাক'-এর দৃশ্যপট বর্ণনা করেছেন সন্মথ রায়---'বৃক্ষ পরিবেষ্টিত দ্বিতল প্রাসাদের নিম্নতলে মাঝখানে উপবেশন কক্ষ তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন আরও দুইটি কক্ষ। পশ্চাতে বিস্তৃত অলিন্দ। অলিন্দ হইতে দ্বিতলে যাইবার জন্য প্রশস্ত সোপানশ্রেণী। প্রাসাদের সম্মুখে পাষাণ বাঁধানো আঁকাবাঁকা পথের ধারে কুঞ্জবীথি। পূর্ণিমার চাঁদ তালপাতার ফাঁকে ফাঁকে সবেমাত্র জ্যোৎস্না ছড়াইয়াছে। দক্ষিণ হাওয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াখে। উন্মুক্ত বাতায়ন পার্শ্বে পদ্মা চঞ্চল তালপত্রের আড়ালে চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতেছিলেন—' এমন বিশাল বিস্তৃত দৃশ্যপট দর্শক বা পাঠকের মনে যে কৌতুহল সৃষ্টি করে, তা কি এক-দেড় ঘণ্টায় নিবৃত্ত হওয়ার? বোঝাই যাচ্ছে, তৎকালে, নাট্যকারজীবনের প্রথম দিকে, প্রকৃতিদত্ত কারণে মন্মথ রায়ের পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে একাঙ্কের ঘেরাটোপে বাস করা খুবই মুশকিলের ছিল। দৈর্ঘ্যের হ্রাস্বতা তিনি কতভাবেই না পুষিয়ে নিয়েছেন—বিষয় নির্বাচনে, দৃশ্যপট পরিকল্পনায়, চরিত্রচিত্রণে, ঘটনার ঘনঘটায়, তীব্র আবেগের বহ্নিছটায়, রহস্য সৃষ্টিতে, ঘনঘন ঝন-বিদ্যুতের ঐন্দ্রজালিক সমাবেশে, ভ্রম সৃষ্টিতে, বিভীষিকা প্রদর্শনে—আরও কত পাকে প্রকারে 'রাজপুরী ' একাঙ্কটির শেষ মুহূর্তে দেখা যায়।

রাজা বিরূধক। ঝড় উঠেছে---এইক প্রলয়ের কালবৈশাখী। ওই....ওই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে---একি প্রলয়ের কালবৈশালী।

(দেহরক্ষীর প্রবেশডহাতে হাতার এক স্বর্ণথালা—তাহার উপর এক ছিন্ন মস্তক। আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল)।

বিরূধক (বিদ্যুতালোকের সুতীব্র দীপ্তিতে সেই ছিন্নমস্তক দেখিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিলে) একি। মা। আমার মা।

(সেই ছিন্নমস্তকের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন। সম্মুখে পুনরায় বজ্রপাত হইল)

অর্থাৎ কিনা, দৈর্ঘ্যে কমলেও, এরা ঠিক ছোট নাটক নয়---উপাদানে নাট্যক্রিয়ায় কখনওই তা নয়। এরা সব ছোটর ছদ্মবেশে বড়। সম্ভবত 'বঙ্গে মুসলমান'-এর ক্লান্তিকর অভিজ্ঞাতায় এদের ছোট করে রাখা হয়েছে, বড়জোর বলা যায়—এরা সব 'বনসাই'।

নাট্যক্রিয়া নির্মাণে অশনিপাত বা ওই জাতীয় স্তম্ভিত করে দেওয়া ঘটনাপুঞ্জে নাট্যকারের যে বিশেষ পক্ষপাত ছিল, তার দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি। মন্মথ রায়ের নাটক দর্শকের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস কেড়ে নেয়।দর্শকের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস কেনে নেয়। ত্রাসে আতঙ্কে শিহরিত হয় দর্শক। বড় ভয়, বড় দুঃখ, বড় সুখ—সবকিছু তাঁর বেশি, বেশি, আতিশয্যপূর্ণ। তবে কিনা স্বপ্লদৈর্ঘ্যের নাটিকায় যদিও এসব অতিনাটকীয় ঠেকে---'কারাগার','দেবাসুর', 'চাঁদ সদাগর', 'অশোক'-এর পঞ্চাঙ্কের বিস্তীর্ণ পরিসরে তারাই দিব্যি মানিয়ে যায়।

আমাদের প্রথম পরিচয় ঊনিষাট সালে। ঊনষাটে আমি একুশে পা দিয়েছি, উনি য়াচে। অমি মাত্র, তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, কিংবা নিতে চলেছেন। আমি একখানাই মাত্র ছোট্ট নাটক লিখেছি, উনি ততদিনে আড়াইশো ছাড়িয়ে ছুটছেন। সাতসকালে বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে হাজির হয়েছি। জীবনের প্রথম নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল' শোনাব ওঁকে। আমার সঙ্গে তখন ওঁর পরিচয় নেই। নাটক শোনানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন শ্যামল ঘোষ---মন্মথদার অনুলেখক। উত্তেজনায় আগের রাত্রে ঘুমোইনি। ভোরবেলা গার্গল করে বেরিয়েছি।

মন্মথদা বসার ঘরে পা দিয়েই জানালেন---'না না, নাটক-ফাটক শুনতে পারব না, এখন লিখব। আগের রাতে একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে, ওটা না লিখে খেলে চা-ও ছোঁব না, খবরের কাগজেও তাকাব না। স্ক্রিপ্ট রেখে যাও। ফাঁক মতো পড়ে নেবেট'।

শ্যামল ঘোষ অনেক পীড়াপীড়ি করলেন---'দাদা, পড়তে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না। ওর মুখেই শুনুন। নিজে পড়লে অনেক কিছুই মিস করবেন। ও যখন পড়ে অভিনয় করতে করতে পড়ে কি না—' মন্মথদা বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন---'এ তো বেশ মজার ব্যাপার দেখছি। ও কি বগলে নাটক নিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে শুনিয়ে বেড়াবে সাব্যস্ত করেছে? আমাকে এখন বকিও না শ্যামল......' এরপর পাণ্ডুলিপি মন্মথদার ঘরে ফেলে রেখে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে এলাম এবং গত রাতটাকে শত সহস্রবার ধিক্কার দেওয়া ছাড়া কী বা করার আছে। কী পাজি রাত। আমার ঘুম কেড়ে নিয়ে মন্মথ রায়ের ঢুকিয়ে দিল কিনা নতুন আইডিয়া।

শ্যাল ঘোযের নাটকের দল 'গন্ধর্ব' তখন বসে মানিকতলা মোড়ের মসজিদের পাশে। দিন দুই পরে সন্ধেবেলা দীর্ঘকায় মানুষটি গন্ধর্বের ঘরে ঢুকলেন—'শ্যামল, তাকে একটা খবর দিতে পারিস—আমি চার নাটকটা পড়ে ফেলেছি রে। সে কি নর্থ ক্যালক্যাটায় থাকে? ঠিকানা দে তো, খুঁজে খুঁজে চলে যাই---' শ্যামল ঘোষ ঘরের কোণে আমার দিকে তাকাতেই—মন্মথদা আমায় চিনতে পারলেন। দ্বিতীয় কথাটি না বলে খপ করে হাতে ধরে টেনে নিয়ে এলেন রাস্তায়---সেখান থেকে ওঁর বাড়িতে। প্রবেশ-প্রস্থান সবটাই বড় নাটকীয়। 'জীবনটাই নাটক'—মন্মথদারই নাটক। সত্যি, জীবনের কোনও মুহূর্তে নাটকীয় করে তোলার সুযোগ পেলে, মন্মথদা কক্ষনও সে সুযোগ নষ্ট করতেন না।

খাটের ওপর বড়সড় বিস্কুটের টিন ছোট-বড় নানা সাইজের চুরোটে ঠাসা। সামনে খুলে ধরলেন, 'খা।'

ষাট বছরের বৃদ্ধের হাতে চুরোট খাব? বললাম, 'জ্যাঠামশাই, আমি ছাত্র।'

পরপর দুটো ধমক দিলেন মন্মথদা--- 'নাট্যকারের হাতে নাট্যকার তামুক খাবে, তবেই না দলে বারী হব আমরা।' লাইটার জ্বেলে মুখে বাড়িয়ে দিলেন—'জ্যাঠা-ফ্যাঠা বলবি না। দাদা বলবি। আমি তোর অগ্রজ নাট্যকার, দাদা। আর হ্যাঁ, চিঠিপত্র লিখিস যদি, মন্মথনাথ লিখবি না। মনে রাখিস মন্মথ রায় অনাথ'। চুরোটের নীলচে ধোঁয়া উড়িয়ে মন্মথদা এরপর এমন কয়েকটি কথা বলেছিলেন—কয়েকটি তার মধ্যে এমনই অকিঞ্চিৎকর, আজ অবধি ভুলতেও পারিনি।

---তোর নাটকে দেখালাম চরিত্রের নামের পাশে ড্যাশ বসিয়ে দাঁড়ি বসাবি। একটা নয়, দুটো। বল তো নাটকে জোনা-দাঁড়ির প্রবর্তন কে করেছে?।

জানতাম না। এটা যে জানার বিষয় একটা—তাও জানতাম না। কিন্তু মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, 'আপনি'। মন্মথদা মহাখুশি।

---তোরা ওয়ান অ্যাক্ট প্লে-কে বলিস 'একাঙ্ক'। আমি একটা নতুন শব্দ এনেছি, 'একাঙ্কিকা'। কেমন? --- দারুণ। ওস্তাদের মতো চুরোট কামড়ে ধরলাম।

---জানিস তো, বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম একাঙ্ক কে লিখেছে? অত কিছু জানতাম না তখন। সব একটা একাঙ্কিকা লিখে ইন্টারভিউতে বসতে হবে তাই বা কে জানত? তবু চুপ করে থাকাটা অস্বস্তিকর। খাপছাড়া ভাবে বলতে লাগলাম---''হাস্যকৌতুকে রবীন্দ্রনাথ। আর আগে অমৃতলাল বসু। তারও আগে মাইকেলের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ... মন্মথদার মুখখানা শুকিয়ে গেল। কীরকম দিশাহারা দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপরই মৌন ভেঙে আত্মপ্রত্যয়ে গমগমিয়ে উঠলেন, ''আমার 'মুক্তির ডাক' বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম যথার্থ একাঙ্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ে তোদের নাট্যসাহিত্যের ক্লাস করেন কে?'' ম্রিয়মাণ গলায় জানাই, 'দাদা আমি সাহিত্যের ছাত্র নেই।'

---নাই বা হলি, তা বলে মাইকেলের নাটকের নামটা ঠিকমতো খেয়াল করবি না? ওটা 'বুড়ো শালিক ' না, 'বুড় সালিক'। মাইকেল লিখেছেন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

আমাকেক আড়ষ্ট করে বসিয়ে রেখে মন্মথদা একরাশ বই-কাগজ-চিঠিপত্র খুলে দেখালেন। দেখলাম, বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। প্রথম চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমাদর, অহীন্দ্র চৌধুরী থেকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ---ড. অজিতকুমার ঘোষ---সকলেরই সুচিন্তিত অভিমত---বাংলার যথার্থ একাঙ্ক নাটকের স্রষ্টা মন্মথ রায়।

বাংলা থিয়েটারে একাঙ্ক নাট্যধারার প্রবর্তয়িতা তিনি। মাইকেল, অমৃতলাল, রবীন্দ্রনাথ ছোট নাটক লিখেছেন বটে, কিন্তু গঠনঘর্মে সেগুলো একাঙ্ক নয়, বিশুদ্ধ একাঙ্ক নয়। মাইকেল অমৃতালালের প্রহসনে যাকে বলে স্থান-কালের ঐক্যনীতি মানা হয়নি, আর রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক নিতান্তই কার্টেন রেইজার—বিয়ের রাতে বরের কোলের কোলবর।

মন্মথদা রায় দিলেন, ''তোর 'মৃত্যুর চোখ জল' ও যথার্থ একাঙ্ক।'' সেদিন সেই মুহূর্তে আমি চমৎকৃত। আজ কিন্তু একাঙ্ক রচনার বিধিবিধানকে চতুর্দশীতে বেগুনভক্ষণ নাস্তি জাতীয় ঠাকুরমশাইয়ের উপদেশ বলেই জ্ঞান করি। স্থান-কাল ছাড়া অন্যভাবেও ইউনিটি রক্ষা করার যায় না কি- বিষয়ে, বক্তব্যে, উপস্থারপনায়? আবয়বিক বিধিনিষেধের বলেই কি একটা লেখার জাতপাত ঠিক হবে, নাকি বিষয়ের আন্তর-অভিপ্রায়ই বিচারে মুখ্য সাক্ষ্য দেবে? বিশেষ করে আজ যখন থিয়েটারের চেহারাটাই বদলে গিয়েছে, বদলে যাচ্ছে---দৃশ্যভাগ, কালভাগ বহুক্ষেত্রে গৌণ হয়ে পড়েছেডমঞ্চ প্রযোজনা কি একটি অবিভাজ্য কালসীমার এক সুতোয় গাঁথা ফুলমালার মতো অখণ্ড মুর্তিতে শোভা পাচ্ছে? থিয়েটার বদলে যেতে নাটক বিচারের সনাতন বিধিনিষেধের মাহাত্ম অটুট থাকে কী করে?

কাগজপত্রের ব্যাপারে ভারি গোছানো মানুষ ছিলেন মন্মথদা। তাঁকে নিয়ে যেখানে যতটুকু লেখা হয়েছে—সব সংগ্রহ সংরক্ষণ করার অভ্যেস ছিল তাঁর। পাছে হারিয়ে যায়, বইয়ের মলাটে মুদ্রিত করে রেখে গিয়েছেন প্রথম চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমদারের শংসাপত্র। তরুণ নাট্যকারদের শ্রদ্ধা নিবেদনও ঠাঁই পেয়েছে তাঁর গ্রন্থাবলির পরিশিষ্টে। রচনাকালানযায়ী সাজিয়ে রেখে গিয়েছেন নাটকের তালিকা। '৩১ সালে 'কারাগার' নাটকটি নিষিদ্ধ করেছিল ব্রিটিশ সরকার। তদানীন্তন বঙ্গদেশ সরকারের চিফ সেক্রেটারি আর এন রডের স্বাক্ষরিত অর্ডারটি স্থান পেয়েছে 'কারাগার'-এর সঙ্গে এক মলাটের মধ্যে। দেওয়ালে ঝকঝকে কাচের আড়ালে বাঁধানো কাজী নজরুল ইসলামের পত্র ''এক বুক কাদা ভেঙে পথ চলে একদিঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দু'চোখ ভরে পান করেছিল আপনার লেখায়---এ বললে আপনি কী মনে করবেন জানিনে। তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়ে ভাল করে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি।

কাজী সাহেবের এতটাই অনুরাগী ছিলেন মন্মথদা, পত্রখানি দেওয়ালে টাঙিয়ে ক্ষান্ত হননি, যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন ছাপিয়ে দিয়েছেন, নজরুলের হস্তলিপি সমেত। এসব দেখেশুনে কারও কারও মনে হতেই পারে, মন্মথ রায় ছিলেন হদ্দ প্রচারিপ্রিয় মানুষ। আমিও তাই ভাবতাম, যদি না জানতাম—মন্মথ রায় কেবল নিজের ব্যাপারেই মনোযোগী ছিলেন না, অন্যের ব্যাপারেও ছিলেন সমান উদ্যোগী। কতবার মন্মথদার পত্র পেয়েছি— 'অনেক দিন আসিস না। তোর সম্পর্কে কাগজে কী লিকেছে দ্যাখ।' খামের মধ্যে যত্ন করে টাকা খবরের কাগজের ঠুকরো। তাই বলতে হয়, উদাসীন অথবা নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন অধিকাংশ বাঙঅলি লেখদের মধ্যে তিনি ছিলেন উন্নত স্বভাবের মানুষ। নিজেরটা নিজেই গুছিয়ে সাজিয়ে রেখে গিয়েছেন বলেই, তাঁর জন্মশতবর্ষে নাট্যানুরাগীদের আর ঘরের কোণের পুরনো তোরঙ্গ খুলে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে হয়নি। আমরা একসময় বলতাম, 'ডক্টরেট যদি করি আপনাকে নিয়েইি করব দাদা। কাগজপত্র সবই তো তৈরি। শুধু অলংকারটি আমার নাকের ডগায় জুড়তেই যা বাকি'।

আমি যখন মন্মথদার কাছে যাতায়াত শুরু করেছি, বাংলা থিয়েটারে সে সময় একাঙ্ক নাটকের জোয়ার। শহর, গ্রামগঞ্জের নাটকের দল, প্রতিষ্ঠিত অথভা সদ্যোজাত, সবাই মেতে উঠেছে একাঙ্ক প্রযোজনা নিয়ে। কলকাতায় 'বহুরূপী', 'নান্দীকার', 'গন্ধর্ব, 'সুন্দরম', 'অভ্যুদয়', 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ', 'শৌভনিক'—নিয়মিত না হলেও মাঝেমধ্যেই একাঙ্ক অভিনয় করছে। রাজ্যজুড়ে, যত্রতত্র একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতা। তরুণ রায়ের 'থিয়েটার সেন্টার 'আর দক্ষিণারঞ্জন রাসবিহারী সরকারের 'বিশ্বারূপা' র প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে বড়। নবনাট্য আন্দোলন কার্যত একাঙ্ক নাট্য আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে। একাঙ্কর এই বাড়বাড়ন্তে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পেয়েছিলেন মন্মথ রায়। দু'টি ব্যাপার কখনও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেননি মন্মথদা—তিনি বাংলার একাঙ্ক নাট্যধারার আদিপুরুষ, আর তাঁর 'কারাগার' আতঙ্কিত করেছিল ব্রিটিশ রাজশক্তিকে। নাট্যকার জীবনের প্রথম পর্বে ঘটে যাওয়া এই দুই বৃহৎ ঘটনা তাঁর বাকি জীবনের নাট্যকর্মের চালিকাশক্তিও বটে। 'মুক্তির ডাক'-এর এইতহাস সৃষ্টির পরে তিনি নিয়মিত একাঙ্ক লিখেছেন— মোট সংখ্যা নিতশোর কাছাকাছি। ছয়ের দশকে দেখি সম্পূর্ণ মনোযোগ একাঙ্ক রচনায়। বলেছেন, 'স্পুটনিকের যুগে লোক আর বেশিক্ষণ থিয়েটারে বসে সময় কাটাতে চাইবে না—চাই চার-ফাঁচ মিনিটের একাঙ্ক। হ্যাঁ,তাও লিখেছেন মন্মথদা।

ছোটগল্পে যেমন বনফুল, নাটকে তেমন মন্মথ রায়—গল্পে নাটকে দৈর্ঘ্য হ্রাসের খেলায় মেতে উঠেছিলেন। এখন আর বড়কে কেটে ছোট বানানোর খেলা নয়। ছোটর মধ্যে বড়কে খোঁজার পালা। 'টোটোপাড়া', 'ফকিরের পাথর্র, 'অজগরমণি', 'কাজল রেখা,' 'ইলা', 'মরা হাতি লাখ টাকা'—চমৎকার কিছু একাঙ্ক নাটক সৃষ্টি হয়েছে তাঁর হাতে। গত শতকের মধ্যভাগে এ দেশের জীবন যাপনের নিত্যদিনের ছোট ছোট সমস্যা, অসংগতি বৈষম্য—ছোট ছোট অনুভবে ঘেরা জীবনমুহূর্তের মরমি চিত্র এঁকেছেন মন্মতধা---সোজা সরল কলমে। ছয়ের দশকে দেখি তিনি যেন ভুলেই গিয়েছেন তাঁর প্রথম জীবনের পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলোর কথা। ইতিহাস বলে 'কারাগার', 'দেবাসুর' 'শ্রীবৎস,' 'অশোক', 'রাজনটী', 'চাঁদ সদাগর', 'মীরকাশিম,' 'মীরাবাঙ্গ', 'রূপকথা'---১৯২৩ থেকে '৪৩ পর্যন্ত কী প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ে। বারবার মনে হয়, অন্তরে-বাহিরে আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণাঢ্য পুরাণ ইতিহাসই মন্মথ রায়ের স্ব-ক্ষেত্র। পঞ্চাঙ্কের বিশাল বিস্তৃত পরিসরে তাঁর ভাব ও কল্পনার বৈভব যে স্বাভাবিক স্ফূর্তি পায়, এ তো সর্বাগ্রে তাঁরই বোঝার কথা ছিল। ছয়ের দশক থেকে দেখছি, পুরান বা ইতিহাস তাঁকে আর উদ্দীপিত করে না। সমকালের চাপে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন হিমঘরে। মন্মথ রায়ের একাঙ্ক নিশ্চযই সমৃদ্ধ করেছে আমাদের নাট্যসাহিত্য, আবার বৃহৎ প্রাপ্তির বাধা হয়েও দাঁড়িয়েছে নিশ্চিত। পঞ্চাশ সালের পরে তাঁর উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ মাত্র কয়েকটি---'ধর্মঘট', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'অমৃতঅতীত', 'তারাস শেভচেঙ্কো' ও 'লালন ফকির'। একালে বদলে গিয়েছে মন্মথ রায়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারা। একদা মুক্তসংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নাট্যকার এখন সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। '৬১ সালে লিখছেন---'রাজনীতি থেকে আমাদের একনকার নাট্যধারা প্রবাহিত সমাজতান্ত্রিক খাতে। বিশুদ্ধ নির্ভেজাল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিতে গড়ে উঠুক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

> মন্মথ রায় আমাদের অভিভাবক ছিলেন না, ছিলেন বন্ধু, সঙ্গী। যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য ভূষণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি—যাকে বলে 'কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং', আমাদের মতো অজস্র খুদে বন্ধুকেও খেতাব বিলিয়ে গিয়েছেন অকাতরে। মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো বলবেন, বিশালদেহী মানুষের এটা একটা সাধারণ গুণ। ক্ষুদ্রকে হাত ধরে টেনে তোলার একটা দায়বদ্ধতা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছেন তাঁরা। তাঁর নাটক 'বঙ্গে মুসলমান' অভিনয় করতে লেগেছিল মোটামুটি গোটা একটা রাত্রি। নাটতের যবনিকা যখন পড়ল, সূর্য উঠে গিয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

20-04-26.pmd 1 21-04-2026, 00:52

অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে হাল খাতা লিখনে ব্যস্ত শহরের ব্যবসায়ীরা। ছবি নিজস্ব।

বেঙ্গল ভোট: আই-প্যাক কর্মীদের চাকরির প্রতিশ্রুতি নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র আই-প্যাকের কলকাতা অফিসের কর্মীদের জন্য চাকরির প্রতিশ্রুতি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে ভারতীয় রাজনৈতিক কর্ম কমিটি (আই-প্যাক) পশ্চিমবঙ্গে তাদের কার্যক্রম সাময়িকভাবে ২০ দিনের জন্য স্থগিত রেখেছে এবং কলকাতা অফিসের কর্মীদের 'স্বল্প ছুটি'-তে যেতে নির্দেশ দিয়েছে।

রবিবার সকালে এই সংক্রান্ত ইমেল প্রকাশ্যে আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস প্রথমে সেটিকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছিল। তবে পরে হুগলির তারকেশ্বরে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আই-প্যাক কর্মীদের চাকরির আশ্বাস দেন এবং জানান যে তিনি এ বিষয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী-র সঙ্গে কথা বলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি প্রতিদিন, বিশেষ করে নির্বাচনের সময়ে, অভিযান চালাচ্ছে এবং তাঁদের হয়ে কাজ করা সংস্থাগুলির কর্মীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেন, "ওদের ভয় দেখালে তারা আমাদের দলে যোগ দেবে এবং আমরা তাদের চাকরি দেব। আমি কাউকে বেকার থাকতে দেব না।"

এই মন্তব্যের পরই সোমবার সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, যেসব 'অদূষিত' শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির জেরে চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের চাকরি ফেরাতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে আই-প্যাক কর্মীদের চাকরির প্রতিশ্রুতি 'হাস্যকর' বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শুভেন্দুর অভিযোগ, যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের চাকরি দেওয়া হয়েছে এবং পরে সেই বিষয়টি আড়াল করতে একের পর এক 'ভুল প্রতিশ্রুতি' দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, "দেশের মানুষ জানে আপনার চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা কতটা। আপনি শুধু চাকরি বিক্রি করতে জানেন এবং মিথ্যার আতশবাজি ছড়ান।"

মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতার জন্য কংগ্রেসকে 'পরিণতি ভোগ করতে হবে': কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সোমবার মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা করার জন্য কংগ্রেস ও তাদের মিত্রদের তীব্র আক্রমণ করে বলেন, এর জন্য তাদের "পরিণতি ভোগ করতে হবে"।

সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে জগজ্যোতি বাসবেশ্বর-র মূর্তি স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

রিজিজু বলেন, লোকসভায় সংবিধানের (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬ যা সংসদে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব দিয়েছিল প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন পায়নি। বিলটির পক্ষে ২৯৮টি ভোট পড়লেও বিপক্ষে পড়ে ২৩০টি ভোট।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র বক্তব্য উল্লেখ করে রিজিজু বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখনই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ প্রকাশ করতে পারি না, তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। কিন্তু যারা এই বিলের বিরোধিতা করে তা আটকে দিয়েছে, তাদের পরিণতি ভোগ করতে হবে।"

তিনি আরও বলেন, "মহিলা সংরক্ষণ বিল ব্যর্থ হয়েছে এবং যারা এর জন্য দায়ী, তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। দেশের নারীদের সামনে আমরা এই বিষয়টি তুলে ধরছিযারা নারীদের সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছে, তারা এর ফল ভোগ করুক।"

কংগ্রেস নেতৃত্বকে আক্রমণ করে রিজিজু বলেন, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যা-ই বলুক না কেন, তা নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। তাঁর কথায়, "এটি ছিল মহিলাদের সংরক্ষণের বিল, কিন্তু কংগ্রেস ও তাদের মিত্ররা সেটিকে সমর্থন করেনি। এখন তারা অজুহাত দিচ্ছে।"

এদিকে, সংসদ চত্বরে 'প্রেরণা স্থল'-এ বাসবেশ্বরের মূর্তি স্থাপনকে গর্বের মুহূর্ত বলে উল্লেখ করে রিজিজু জানান, তিনি ও অন্যান্য নেতারা সেখানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং প্রার্থনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এইচ. ডি. কুমারাস্বামী বলেন, দ্বাদশ শতকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও বাসবেশ্বর তাঁর 'কায়কাভে কৈলাস' দর্শনের মাধ্যমে সমাজকে শক্তিশালী ও ক্ষমতায়িত করেছিলেন।

কলেজ শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ ইসির

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কলেজ শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশন-এর সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেওয়া কলকাতা হাইকোর্ট-এর একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল কমিশন।

গত ১৭ এপ্রিল বিচারপতি কৃষ্ণ রাও-এর একক বেঞ্চ কমিশনের ওই সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয়। তবে যেসব কলেজ শিক্ষক ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাঁদের এবারের নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, কমিশন চাইলে শিক্ষকদের তাঁদের পদমর্যাদা ও বেতনক্রম অনুযায়ী অন্য নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োগ করতে পারবে বলেও জানানো হয়।

সোমবার কমিশন এই নির্দেশের মূল অংশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায়। ডিভিশন বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত। মামলার শুনানি মঙ্গলবার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার কলেজ শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এ বিষয়ে আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল এবং অনেকেই সেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

তবে এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে একাংশ শিক্ষক হাইকোর্টে মামলা করেন। কমিশনের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়, অতীতেও বিভিন্ন নির্বাচনে কলেজ শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং আগে কখনও তা নিয়ে আপত্তি ওঠেনি।

উল্লেখ্য, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল। ভোটগণনা হবে ৪ মে।

বাংলায় দুষ্কৃতীদের শাসনের অবসান ঘটাবে বিজেপি: রাজনাথ সিং

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে দুষ্কৃতীদের রাজত্বের অবসান ঘটাবে ভারতীয় জনতা পার্টিএমনই দাবি করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

সোমবার বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ায় এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। এক সময় বাংলায় বিনিয়োগের আগ্রহও ছিল। কিন্তু দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে সেই পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই দুষ্কৃতীদের শাসনের অবসান ঘটানো হবে।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, গত ১৫ বছরে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এর শাসনকালে দুর্নীতি ব্যাপক আকার নিয়েছে।

দুষ্কৃতীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে সিং বলেন, "মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা ভয়ের পরিবেশে থাকতে চান, নাকি মুক্তি চান। বিজেপি ক্ষমতায় এলে দুষ্কৃতীরা হয় পালাবে, নয়তো জেলে যাবে।"

নারী সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গেও তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, লোকসভায় নারী সংরক্ষণ বিল পাশ আটকাতে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে তৃণমূলও যোগ দিয়েছিল। "আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ দিতে চেয়েছেন। ভবিষ্যতে তা হবেই। কিন্তু তৃণমূল, কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে-সহ অন্যান্য বিরোধী দল তা আটকেছে। তাই এই নির্বাচনে বাংলার মহিলারা তৃণমূলকে জবাব দেবেন," বলেন তিনি।

এছাড়াও তিনি দাবি করেন, বাংলায় বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে মানুষ এবার বিজেপি সরকারই চাইছেন।

সিংয়ের কথায়, "আমরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়ব। গত ১৫ বছরে বাংলায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এত সময় উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট ছিল। দেশের অনেক রাজ্য গত পাঁচ থেকে আট বছরে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করেছে। একসময় দেশের অর্থনীতিতে বাংলার অবদান ছিল প্রায় ১০ শতাংশ, যা এখন কমে ৫ শতাংশেরও নিচে নেমে এসেছে। তাই বাংলার পরিবর্তন জরুরি।"

সংস্কৃত শিখতে আহ্বান আরএসএস প্রধানের 'এটাই জাতির আত্মা': মোহন ভাগবত

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর প্রধান মোহন ভাগবত সোমবার সংস্কৃত ভাষা শেখার ওপর জোর দিয়ে বলেন, এটি ভারতের "জাতির আত্মা" এবং দেশের সভ্যতার ধারাবাহিকতার অন্যতম ভিত্তি।

দিল্লিতে সংস্কৃত ভারতী-র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। সংগঠনটি সংস্কৃতকে জীবন্ত ও প্রচলিত ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ করে।

ভাগবত বলেন, "সংস্কৃত একটি ভাষা ঠিকই, কিন্তু তা শুধুমাত্র ভাষা নয়। ভারতে সংস্কৃতই জাতির আত্মা, কারণ এটি চিন্তা, জীবন ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ঐতিহ্য, যা আজও জীবন্ত রয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, ভারত কেবল ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সত্তা নয়, বরং একটি জীবন্ত ঐতিহ্য, যার ওপর জীবনধারার ধারাবাহিকতা নির্ভর করে।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে ভাগবত জানান, ছোটবেলায় স্কুলে সংস্কৃত পড়তে গিয়ে তা কঠিন মনে হতো, কারণ শ্লোক মুখস্থ করার চাপ ছিল। তবে বাড়িতে স্বাভাবিকভাবে সেই শ্লোকগুলি শুনলে তা আর কঠিন লাগত না।

তিনি বলেন, আজও ছাত্রছাত্রীরা সংস্কৃতকে কঠিন ভাষা বলে মনে করে। কিন্তু বাস্তবে ভাষা শেখার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো কথোপকথনের মাধ্যমে শেখা, শুধুমাত্র বই পড়ে নয়।

ভাষা শেখার ক্ষেত্রে নিয়মিত শোনা ও বলার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণের সময় স্থানীয় ভাষা পুরোপুরি না জানলেও মানুষ অর্থ বুঝতে পারে, কারণ ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমেই শেখা সম্ভব।আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত আরও বলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্কৃতের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে সংস্কৃত ভারতী। গত ১৫ বছরে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতেও বড় পরিবর্তন এসেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।তিনি বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ তাদের সাংস্কৃতিক শিকড়ের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হতে চাইছে, আর সেই প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত শেখা ও বোঝার সুযোগ করে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।নতুন কার্যালয় নির্মাণ প্রসঙ্গে তিনি জানান, এটি আনন্দের বিষয় হলেও কাজের কারণ নয়, বরং কাজের প্রসারের ফল।

রাঁচিতে এমডিএস ছাত্রী গণধর্ষণ কাণ্ডে এসএসপি দফতরের সামনে বিজেপির বিক্ষোভ

রাঁচি, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারতীয় জনতা পার্টি-এর ডাকে রাঁচিতে এমডিএস (ডেন্টাল সার্জারি) ছাত্রী গণধর্ষণ কাণ্ডকে কেন্দ্র করে তীব্র বিক্ষোভ দেখা গেল। সোমবার রাঁচি-র এসএসপি দফতরের সামনে বিপুল সংখ্যক বিজেপি নেতা-কর্মী জড়ো হয়ে দ্রুত বিচার ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন।

বিক্ষোভকারীরা পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। দলের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, অভিযুক্তদের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না হলে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে।

বিজেপির অভিযোগ, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনায় রাজ্য সরকার উদাসীন। এর আগের দিনও একই ইস্যুতে দলের মহিলা কর্মীরা রাঁচিতে মশাল মিছিল করেন।

আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এসএসপি দফতরের বাইরে কড়া পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সিটি এসপি জানান, বিক্ষোভকারীদের দফতরের বাইরে আটকে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, পুলিশের দাবিঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে এবং সমস্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৯ এপ্রিল গোকুল ভাটিকা অ্যাপার্টমেন্টস-এ এই ঘটনা ঘটে, যা লালপুর থানার অন্তর্গত। এক বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হয় নির্যাতিতাকে। অভিযোগ, সেখানে কেক ও পিজ্জার সঙ্গে নেশাজাতীয় পদার্থ মিশিয়ে তাঁকে খাওয়ানো হয়।

প্রধান অভিযুক্ত মোহাম্মদ দানিশ তাঁর ওপর ধর্ষণ চালায় বলে অভিযোগ। পরদিন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

রাঁচি পুলিশ-এর বিশেষ তদন্তকারী দল প্রযুক্তিগত সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুর থেকে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ দানিশ এবং তাঁর সহযোগী ফাহাদ মালিক-কে গ্রেফতার করে। এছাড়া, ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে নির্যাতিতার এক বন্ধুকে আগেই রাঁচি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আরেক অভিযুক্ত শাদাব, যিনি পলাতক ছিলেন, শনিবার আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং দ্রুত বিচারের মাধ্যমে দোষীদের সাজা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

টাকা পাচার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে কলকাতার ডিসিপি ও তাঁর দুই পুত্রকে তলব ইডির

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সোমবার কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এবং তাঁর দুই পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিস পাঠিয়েছে। পলাতক গ্যাংস্টার সোনা পাপ্পু-র সঙ্গে যুক্ত একটি টাকা পাচার চক্রের তদন্তে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।এর আগে রবিবার ইডি আধিকারিকরা দক্ষিণ কলকাতার ফার্ন রোডে বিশ্বাসের বাড়ি এবং তাঁর এক পুত্রের মালিকানাধীন একটি কোচিং সেন্টারে দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালান।

তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালীন বিশ্বাসের সঙ্গে সোনা পাপ্পু এবং শহরের এক প্রোমোটার জয় কামদার-র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সোমবার ইডি ওই প্রোমোটারকে গ্রেফতার করেছে।সূত্রের দাবি, বিশ্বাস ও তাঁর দুই পুত্রের সঙ্গে কামদার ও সোনা পাপ্পুর সম্ভাব্য আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে বিস্তারিত জানতেই তাঁদের তলব করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পাপ্পু ও কামদারের মধ্যে আর্থিক যোগসূত্রের প্রমাণ হাতে পেয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

যদিও কামদারকে গ্রেফতার করা হলেও অসুস্থতার অভিযোগে তাঁকে সোমবার প্রতিরোধমূলক মানি লন্ডারিং আইনের (পিএমএলএ) বিশেষ আদালতে পেশ করা যায়নি। তাঁকে কলকাতার রাষ্ট্রায়ত্ত আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে আদালতে ইডির আইনজীবী জানান, গত চার মাসে কামদারের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা জমা পড়েছে। এছাড়াও তাঁর পেছনে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমর্থন থাকার সম্ভাবনার কথাও আদালতে উল্লেখ করা হয়, যা বর্তমানে তদন্তাধীন।

এর আগের এক অভিযানে কামদারের বাড়ি থেকে প্রায় ১.৫ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করে ইডি। পাশাপাশি একাধিক ডিজিটাল ডিভাইসও বাজেয়াপ্ত করা হয়।তদন্তে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, একটি নিবন্ধিত শিক্ষা ট্রাস্ট থেকে প্রায় ৪০ কোটি টাকা ভুয়ো সংস্থা বা শেল কোম্পানির অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে দাবি ইডির। বর্তমানে এমন ২৫টি শেল সংস্থাকে নজরে রেখেছে তদন্তকারী সংস্থা।

বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদায় জানাতে প্রস্তুত: জেপি নাড্ডা

মুর্শিদাবাদ, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও জে. পি. নাড্ডা সোমবার দাবি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-কে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নাড্ডা বলেন, "সারা বাংলায় যে উতাহ দেখছি, তাতেই পরিষ্কার মানুষ 'মমতা দিদি'-কে বিদায় জানাতে চাইছেন।"

তিনি আরও দাবি করেন, দুর্নীতি ও হেনস্তার মতো নানা ইস্যুতে মানুষ ক্ষুব্ধ এবং আতঙ্কিত বোধ করছেন। তাঁর কথায়, "এক অর্থে মানুষ সন্ত্রস্ত। ২৩ এপ্রিল ও ৪ মে পদ্মফুল ফোটানোর মধ্যেই তারা আশার আলো দেখছে, "বিজেপির নির্বাচনী প্রতীক ও গুরুত্বপূর্ণ ভোটের তারিখের উল্লেখ করে বলেন তিনি।

এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এ শাসক সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি-এর মধ্যে সরাসরি লড়াই দেখা যাচ্ছে। উন্নত শাসনব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি ঘিরে জমে উঠেছে রাজনৈতিক তরজা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষার মতো বিভিন্ন ইস্যুতে জোর দিয়ে ইতিমধ্যেই নিজেদের ইস্তাহার প্রকাশ করেছে রাজনৈতিক দলগুলি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আগের বহু দফার পরিবর্তে এবার দু'দফাতেই সম্পন্ন হবে নির্বাচন, যা রাজ্যের সব ২৯৪টি আসনকে কভার করবে। প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফা ২৯ এপ্রিল। ভোটগণনা হবে ৪ মে।

প্রথম দফায় ১৬টি জেলার ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। দ্বিতীয় দফায় বাকি ৭টি জেলার ১৪২টি আসনে ভোট হবে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রায় ২.৪ লক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে, যা এক রাজ্যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক।

ভোট পরবর্তী নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২৯ এপ্রিলের পর প্রায় ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ইভিএম, স্ট্রং রুম ও গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তায় থাকবে। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আরও ৫০০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত।

প্রথম দফার ভোটের প্রচার শেষ হতে আর মাত্র দু'দিন বাকি। এর মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা শেষ মুহূর্তে ভোটারদের মন জয়ের জন্য জোরদার প্রচার চালাচ্ছেন।

অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে আগরতলা শহরের সোনার গয়নার শোরুমগুলোতে উপচে পড়া ভিড়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দেরিতে বাবা হওয়ার ঝুঁকি

বাবা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারেন স্ত্রী ও সন্তান।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে সংসার শুরু করতে একটু দেরিই হয়ে যায় পুরুষের। তারই সুত্র ধরে পরিবার শুরু করার পরিকল্পনাও পিছিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে নারীরা যতটা চিন্তিত, পুরুষ যেন ততটাই উদাসীন।

গবেষকরা বলছেন, "নারীর মতো পুরুষেরও আছে জৈবিক ঘড়ি বা 'বায়োলজিকাল ক্লক' যা নিয়ত গতিশীল। তাই পুরুষ যদি সময়ের কাজ সময়ে না করে তবে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে তার স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের উপর।"

একটি দম্পতির সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা, গর্ভাবস্থার জটিলতা এবং সন্তানের স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপর ওই দম্পতির বয়স কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা নিয়ে ৪০ বছর ধরে গবেষণা চালিয়েছেন গবেষকরা।

গবেষকদের মতে, "যারা সংসার শুরু করতে এর মধ্যেই দেরি করে ফেলেছেন তাদের উচিত হবে বয়স ৩৫ বছর পার হওয়ার আগেই সন্তান নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাটগার'স ইউনিভার্সিটির রবার্ট উড জনসন মেডিকেল স্কুল'য়ের উইমেন'স হেল ইনস্টিটিউটের পরিচালক গ্লোরিয়া বাকমান বলেন, "বয়স ৩৫ পেরোলে নারীর শরীরে যেসব পরিবর্তন আসে তার কারণে গর্ভধারণ ও গর্ভের সন্তানের স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ে, এই বিষয়টা

সম্পর্কে প্রায় সবাই জানেন। তবে পুরুষের বয়সও যে একই ধরনের ঝুঁকি বয়ে আনতে পার সে বিষয়ে অধিকাংশ পুরুষেরই জানা নেই।"

'ম্যাচুরিটাস' নামক জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় জানা যায়, বয়স ৪৫ পেরোলে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা কমতে শুরু করে। পাশাপাশি এই পুরুষের কারণেই তার সঙ্গীর গর্ভবস্থাজনীত বিভিন্ন জটিলতা যেমন 'জেস্টেশনার ডায়াবেটিস', 'প্রি-এক্লামসিয়া', 'প্রি-টার্ম বার্থ' ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ে।

বাবার বয়স বেশি হলে তার নবাগত সন্তান সঠিক সময়ের আগেই ভুমিষ্ঠ হওয়া, প্রসবের সময় মারা যাওয়া, অস্বাস্থ্যকর ওজন নিয়ে জন্মানো, জন্মগতো বিকলাঙ্গতা ইত্যাদির ঝুঁকি বেশি থাকে। বেঁচে থাকলে এই শিশুদের মাঝেই অল্প বয়সে ক্যান্সার, মানসিক অসুস্থতা, প্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বেশি দেখা যায়।

বাকমান মনে করেন, এই দুর্ঘটনাগুলো অধিকাংশের পেছনে দায়ী জৈবিকভাবে 'টেস্টোস্টেরন'য়ের সরবরাহের অভাব যা বয়স বাড়ার সঙ্গে কমতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে শুক্রাণু ও বীর্যের নিম্নমান।

তিনি বলেন, "বয়সের সঙ্গে মানুষের পেশি যেমন দুর্বল হয়, কমতে থাকে স্থিতিস্থাপকতা, ঠিক তেমনি পুরুষের শুক্রাণুও বয়সের সঙ্গে তার শক্তি হারায়।"

গবেষণায় আরও দেখা যায়, স্ত্রীর বয়স ২৫ বছরের কম হলেও মধ্যবয়সী পুরুষ প্রজনন ক্ষমতা নিয়েও বিপাকে পড়ে থাকেন।

বাকমান বলেন, "নারীরা বরাবরই তাদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ে পুরুষের তুলনায় বেশি জ্ঞান রাখে। পুরুষ বিপদে না পড়া পর্যন্ত যৌন কিংবা প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চিকিৎসকের কাছে যান না। তবে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা নারী-পুরুষ দুজনের জন্যেই জরুরি। আর চিকিৎসকদেরও উচিত ৩৫ পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখনই সন্তান নেননি এমন পুরুষদের এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।"

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার।

বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না।

আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা?

অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন।

জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি।

যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহায়ার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট

ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলামযলা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা

সুরক্ষার জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে সহজেই ত্বক আর্দ রাখা যায়।

চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা

জরিপে অংশ নেওয়া এক নারী মন্তব্য করেন, "তারা (ছেলেরা) বোঝে না এটা কত দরকারি। যখন বোঝে তখন মেয়েদেরটা ব্যবহার করে। যেমন আমার স্বামী।"

আসলে ধুলাবালি ও রোদ বা বয়সের কারণে চোখের নিচে কালি পড়তেই পারে। আর এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা যেতেই পারে।

নখ ও পায়ের যত্ন

নখ বড় থাকা শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ব্যক্তিত্বও হানী করে। এজন্য হাত ও পায়ের নখ ছোট রাখার অভ্যাস গড়তে হবে। বাইরে থেকে এসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে লোশন ব্যবহার করা উচিত। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একবার স্ক্রাবিং করা যেতেই পারে। বিশেষ করে আঙুলের ফাঁকগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার রাখলে দেখতেও ভালোলাগে।

পুরুষের যৌন প্রবৃত্তি বাড়ায় মসলাদার খাবার

আজকের রাতটা প্রেমময় করে তুলতে চান, তবে স্বামীকে রাতে ঝাল খাবার দিন। কারণ 'হট' খাবার ছেলেদের আরও 'হট' করে তোলে।

আর এই তথ্য গবেষণা করে বের করছেন একদল ফরাসি গবেষক।

তাদের গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পুরুষ মসলাদার খাবার বেশি খেতে ভালোবাসেন তাদের শরীরে টেসটসটেরনের মাত্রা বেশি থাকে। আর এই টেসটসটেরন নাকি যৌন ক্রিয়ায় সহায়ক।

১৮ থেকে ৪৪ বছরের ১১৪ জন পুরুষের ওপর ইউনিভার্সিটি অব গ্রনবেলের বিজ্ঞানীরা এই নিরীক্ষা চালান।

তাদেরকে মসলাদার ম্যাশ পটাটো (আলু ভর্তা) খেতে দেওয়া হয় ঝাল সস আর লবণ দিয়ে। কারা বেশি ঝাল সস দিয়ে খাবার খায় সেদিকে গবেষকরা নজর রাখেন। আর যারা বেশি ঝাল সস দিয়ে খাবার খেয়েছেন তাদের লালা সংগ্রহ করেন টেসটসটেরনের মাত্রা নিরূপণ করার জন্য।

তারা দেখতে পান যে ঝাল সস ও টেসটসটেরনের মাত্রার সঙ্গে পরিষ্কার অর্থেই পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।

এই গবেষণাপত্রের সহরচয়িতা লরেন্ত বেগের উদ্ধৃতি দিয়ে টেলিগ্রাফ জানায়, নিয়মিত মসলাদার খাবার টেসটসটেরনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। তবে এটা কীভাবে কাজ করে তা এখনও জানা যায়নি।

টেসটসটেরনের মাত্রা কমের সঙ্গে আলস্য অথবা বিষাদগ্রস্ত হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

"সাম লাইক ইট হট" নামের এই গবেষণাপত্র ফিজিওলজি অ্যান্ড বিহেইভিয়র জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে অন্তর্বাস

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার হার বিশ্বব্যাপি হ্রাস পাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে, যার একটি কারণ হতে পারে তাদের অন্তর্বাস।

অন্তর্বাস শুক্রাণুর মাত্রা কমে যাওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। কারণ এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, কী ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করছেন সেটা পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে।

'হিউম্যান রিপ্রোডাকশন' জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটি ছয়শ জন পুরুষের ওপর করা হয়। দেখা যায়, যারা বক্সার পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা যারা অন্যান্য ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করেন তাদের তুলনায় ছিল বেশি। অন্তর্বাস বেশি আঁটসাঁট হলে শুক্রাণুর মাত্রা হ্রাস পায়, বলা হয় এই গবেষণায়।

তবে অন্তর্বাসের ধরন পরিবর্তনে কী ফলাফল দাঁড়ায় তা পর্যবেক্ষণ করা হয়নি এই গবেষণায়। কারণ হল একজন পুরুষের শুধু শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার প্রজনন ক্ষমতা কমে গেছে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। শুক্রাণুর মাত্রা পরিবর্তনশীল।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ইউরোলজিস্ট ডা. সারাহ ভিজ বলেন, "একজন

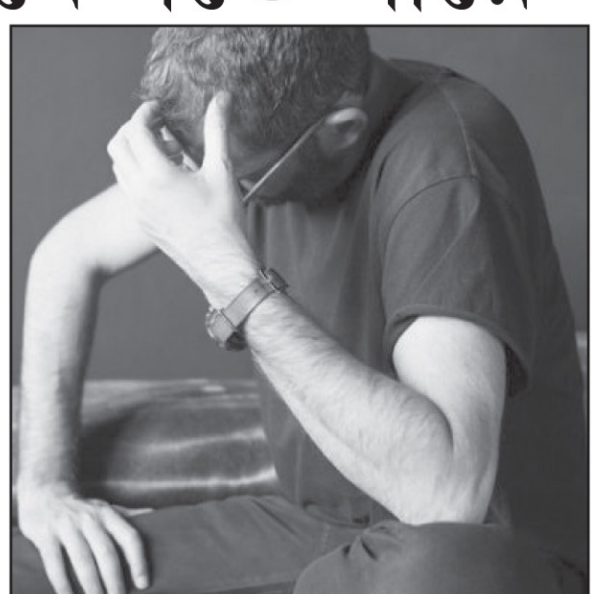

পুরুষের শুক্রাণুর পরিমাণ প্রতি সপ্তাহ অন্তর বিপুল মাত্রায় ভিন্ন হতে পারে। এই কারণে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা পরিমাপ ভিত্তিক গবেষণাগুলো স্ত্রীর গর্ভধারণের হারের বদলে স্বামীর শুক্রাণুর পরিমাণের ওপর গুরুত্ব দেয় বেশি। তারপরও পুরুষের শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার বাবা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে সে নিয়ে বিতর্ক রয়ে যায়।"

আঁটসাঁট অন্তর্বাস অণ্ডকোষ অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শুক্রাণুর প্রস্তুত প্রক্রিয়া ব্যহত করে। কারণ এই ধরনের ছোট প্যান্ট পরলে অণ্ডকোষ একে অপরের সঙ্গে এবং শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে সবসময়। ফলে ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রভাবও সবার ক্ষেত্রে সত্য নয়।

এই গবেষণায় পুরুষের অন্তর্বাসের ধরন এবং শুক্রাণুর মাত্রার সঙ্গে এর সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে আরও গভীরভাবে। এই গবেষণায় ত্রিশের কোঠায় থাকা ৬৫৬ জন পুরুষকে নিয়ে ২০০০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গবেষণা চালান গবেষকরা। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা সেবা নিচ্ছিলেন।

তাদের কাছ থেকে বীর্য ও রক্তের নমুনা নেওয়া হয়। প্রায় ৫৩ শতাংশ বলেন তারা বক্সার ব্যবহার করেন আর এদের বীর্যর নমুনায় যারা আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের তুলনায় শুক্রাণুর ঘনত্ব ছিল ২৫ শতাংশ বেশি। গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, যেসব পুরুষ আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা কম হয়, যা মস্তিষ্কে এই ঘাটতি পুরণের উদ্দেশ্যে 'এফএসএইচ' হরমোনের মাত্রা বাড়ানো সংকেত পাঠায়।

গবেষণার প্রধান লেখক, হার্ভার্ড.টি.এইচ.চ্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথ'য়ের গবেষক লিডিয়া মিঙ্গুয়েজ অ্যালারকন বলেন, "আমাদের গবেষণার পরামর্শ হল পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলে সন্তান গ্রহণের সীদ্ধান্ত নেবেন তখন তার উচিত এই সহজ পরিবর্তনটা তার জীবনে বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ আঁটসাঁট অন্তর্বাস ছেড়ে ঢিলেঢালা অন্তর্বাস ব্যবহার শুরু করা।"

পুরুষের যেসব অদ্ভূত বিষয় নারীর কাছে আকর্ষণীয়

সবার মাঝ থেকে নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে ও নারীদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাধারণ কিছু বিষয় মাথায় রাখুন।

সবার পছন্দ এক নয়। তবে সৃষ্টিছাড়া জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকেই। আর এই ধারণার উপর

ভিত্তি করে বিভিন্ন জরিপের ফলাফল থেকে জানা গেছে পুরুষের কিছু অদ্ভুত বিষয়ের দিকে নারী আকর্ষণ কাজ করে।

সম্পর্কবিষয়ক ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কয়েকটি বিষয় এখানে দেওয়া হল।

এসব বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক। যেগুলো প্রাকৃতিক নয়, মানে নিজেই করতে পারবেন সেগুলো মাথায় রাখলে অনেকের মাঝে থেকেও নিজেকে নারীদের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়ত বিফলে যাবে না।

চোখের বড় পাপড়ি: যেসব ছেলের চোখের পাপড়ি বড় তাদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ বেশি থাকে। যে কোনো নির্দিষ্ট একটা কোণ থেকেই মেয়েরা ছেলেদের চোখের প্রেমে পড়ে যায়। মাস্কারা ছাড়াই চোখের পাপড়ির এই সৌন্দর্যের প্রেমে পড়া দোষের কিছু না।

চশমা: ছেলেরা চশমা পরলে অনেক বেশি আবেদনময় লাগে। তাই চশমা পরা ছেলেদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ বরাবরই বেশি।

দাগ বা ক্ষত চিহ্ন: ছেলের মুখে কোন ক্ষত বা কাটা দাগ থাকলে তা নারীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় লাগে। তাছাড়া এই ধরনের দাগের পেছনে কোনো না কোনো ঘটনা থাকে যা নারীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

পা: পুরুষের পায়ের সৌন্দর্য তাৎক্ষনিকভাবে নারীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই পা ভালো রাখা ও এর যত্ন করা আবশ্যক।

ঘুম ঘুম কণ্ঠ: ঘুমের মধ্যে কথা বললে ছেলেদের কণ্ঠস্বর অনেক গম্ভীর ও

টেস্টোস্টেরন বাড়ায় যেসব খাবার

এই হরমোনের ঘাটতি হলে পুরুষের শরীরের নানান রকম সমস্যা হতে পারে।

বয়স ত্রিশ পেরোনোর পর পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ কমতে শুরু করে। ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের পাশাপাশি কামবাসনা কমে যাওয়া, লিঙ্গোত্থানে সমস্যা, খারাপ মেজাজসহ মনোযোগের অভাব দেখা দেয়।

তবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত কিছু খাবার খাওয়ার অভ্যাস করলেই উপকৃত হওয়া যায়।

পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসরণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করে এমনই কিছু খাবারের নাম উল্লেখ করা হয়। এই প্রতিবেদনে ওই খাবারগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

মধু

মধুতে আছে প্রাকৃতিক নিরাময়কারী উপাদান বোরোন। এই খনিজ উপাদান টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে এবং নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা ঠিক রাখে। যা ধমনী সম্প্রসারণ করে লিঙ্গোত্থানে শক্তি সঞ্চার করে।

বাঁধাকপি

এই সবজিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। আরও আছে ইনডোল থ্রি-কার্বিনল। এই উপাদান স্ত্রী হরমোন ওয়েস্ট্রজেনের পরিমাণ কমিয়ে টেস্টোস্টেরন বেশি কার্যকর করে তোলে।

রসুন

রসুনের আলিসিন যৌগ মানসিক চাপের হরমোন করটিসলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ফলে টেস্টোস্টেরন ভালোমতো কাজ করে। ভালো ফল পেতে রসুন কাঁচা খাওয়ার অভ্যেস করুন।

ডিম

ডিমে আছে স্যাচারেইটেড ফ্যাট, ওমেগা থ্রিএস, ভিটামিন ডি, কলেস্টেরল এবং প্রোটিন। টেস্টোস্টেরন হরমোন তৈরির জন্য এই উপাদানগুলো জরুরি।

কলা

এই ফলের ব্রোমেলেইন এনজাইম টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। আর দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি সরবরাহের উৎস হিসেবে কাজ করে।

কাঠবাদাম

নারী এবং পুরুষ উভয়ের 'সেক্স ড্রাইভ'য়ের জন্য প্রতিদিন এক মুঠ কাঠবাদাম যথেষ্ট। এই বাদামে রয়েছে জিঙ্ক যা টেস্টোস্টেরন হরমোন বাড়ায় আর কামবাসনা বৃদ্ধি করে।

ঝিনুক

টেস্টোস্টেরন তৈরিতে জিংক গুরুত্বপূর্ণ। ঝিনুকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ খনিজ উপাদান। যা টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে।

ঝিনুক পছন্দ না, তাহলে বিকল্প হতে পারে চিজ বা পনির। বিশেষ করে সুইস এবং রিকোত্তা চিজ।

টক ফল

'স্ট্রেস হরমোন' কমানোর পাশাপাশি টকজাতীয় ফলে রয়েছে ভিটামির এ। যা টেস্টোস্টেরন উৎপন্ন করতে প্রয়োজন হয়। এছাড়া ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমায় অর্থাৎ পুরুষ হরমন ভালোমতো কাজ করতে পারে।

পালংশাক

এটা প্রমাণিত যে, ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমাতে পারে এই শাক। তাছাড়া আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন সি এবং ই। আর এসবই টেস্টোস্টেরন তৈরির উপাদান।

আঙুর

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন একথোক লাল আঙুর খাওয়া গেলে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, শুক্রাণুর তৎপতরতা উন্নত করে আর শক্তিশালী করে।

ডালিম

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইম্পোটেন্স রিসার্চ থেকে জানা যায় যৌন কর্মে অক্ষম পুরুষদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ যারা প্রতিদিন ডালিমের রস খেয়ে থাকেন তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

মাংস

বিশ্বাস করা হয় যারা একেবারেই মাংস খান না তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কম থাকে। তবে অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার আগে সাবধান। যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান গরু ও ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি খাবারে প্রচুর স্যাচারেইটেড ফ্যাট থাকে।

ত্রিপুরার আতিথেয়তা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ বহি:রাজ্যের পর্যটকরা

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: ত্রিপুরার আতিথেয়তা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ বাণিজ্যনগরী মুম্বাইয়ের পর্যটকরা। সোমবার সকালে কৃষ্ণনগরস্থিত ''তিতাস হোম স্টে''-র উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন মুম্বাই থেকে আসা আট সদস্যের একটি পর্যটক দল। দলের প্রধান প্রবীণ কোতকর জানান, ত্রিপুরার মানুষের ব্যবহার এবং তিতাস হোম স্টে-র পরিষেবা তাঁদের অভিভূত করেছে। ভ্রমণকালে তাঁরা ছবিমুরা, উদয়পুরের মাতাবাড়ি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরসহ রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন। তবে যাতায়াত ব্যবস্থার খরচ কিছুটা বেশি বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের প্রসারে ইতিবাচক বার্তা দিয়ে তাঁরা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভ্রমণের আহ্বান জানান। হোম স্টে সংস্কৃতির মাধ্যমে স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে খুব কাছ থেকে জানার সুযোগ পাওয়ায় তাঁরা বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটকদের পাশাপাশি তিতাস হোম স্টে-র কর্তৃপক্ষ তথা রাষ্ট্রিয় পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্যোগ প্রতি অজিত কুমার পালও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

ডলারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ''ব্যবসায়িক সহযোগিতা জোরদার করতে আমরা একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেশন কমিটি গঠন করেছি। গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ও সাপ্লাই চেইনে সহযোগিতা বাড়াতে ইকোনমিক সিকিউরিটি ডায়ালগ শুরু হবে।''

ভারতে কোরিয়ান সংস্থাগুলির বিনিয়োগ সহজ করতে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য কোরিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ গড়ে তোলার কথাও জানান মোদি। পাশাপাশি, আগামী এক বছরের মধ্যে ভারত-কোরিয়া বাণিজ্য চুক্তি আপগ্রেড করা হবে বলেও তিনি জানান।

সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথাও তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''ভারত ও কোরিয়ার হাজার বছরের পুরনো সম্পর্ক রয়েছে। অযোধ্যার রাজকুমারী সুরিরত্না ও কোরিয়ার রাজা কিম সুরোর কাহিনি আমাদের যৌথ ঐতিহ্যের অংশ। বর্তমানে ভারতে কে-পপ ও কে-ড্রামার জনপ্রিয়তা বাড়ছে, একইভাবে কোরিয়াতেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।''

এই সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও মজবুত করতে ২০২৮ সালে ভারত-দক্ষিণ কোরিয়া 'ফ্রেন্ডশিপ ফেস্টিভ্যাল' আয়োজন করা হবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

মোহন ভাগবত

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা-র ।আয়োজকদের মতে, আরএসএস প্রধানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করবে।উল্লেখ্য, মা ত্রিপুরা সুন্দরীকে উৎসর্গ করে নির্মিত এই মন্দিরটি স্থাপত্যের দিক থেকে বিশেষভাবে অনন্য। তামিলনাড়ু থেকে আনা ২৭টি কালো পাথরের স্তম্ভ দিয়ে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে, যা হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রের ২৭টি নক্ষত্রের প্রতীক।বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে মন্দিরটির কোনো প্রচলিত ছাদ নেই, যা দেবতার সঙ্গে খোলা আকাশের মাধ্যমে একাত্মতার প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। গর্ভগৃহে রয়েছে ১৫ ফুট উচ্চতার কালো পাথরের দেবীর মূর্তি। পাশাপাশি দৈনন্দিন পূজার জন্য ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের আদলে নির্মিত একটি ছোট মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে।মন্দির প্রাঙ্গণে 'সৌন্দর্য লহরী'সহ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের শিলালিপি স্থাপন করা হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বহন করে। অনুষ্ঠানের আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য নেপাল থেকে নির্বাচিত পুরোহিতরা অংশ নেবেন।এই অনুষ্ঠানকে ত্রিপুরার আধ্যাত্মিক জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। ধর্মীয় ঐতিহ্য, স্থাপত্যশৈলী এবং ভক্তিভাবের এক অনন্য সমন্বয়ে ফকিরা মুরা আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান হিসেবে গড়ে উঠবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা।এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরার গোমতী জেলার উদয়পুরে অবস্থিত ঐতিহাসিক ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির হিন্দুদের ৫১টি শক্তিপীঠের অন্যতম। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের 'পিলগ্রিমেজ রিজুভেনেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ অগমেন্টেশন ড্রাইভ' প্রকল্পের আওতায় ৫২৪ বছর প্রাচীন এই মন্দিরটির সম্প্রতি ৫৪ কোটিরও বেশি ব্যয়ে সংস্কার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৫০১ সালে তৎকালীন মহারাজা ধন্য মানিক্য এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর, কঞ্চন প্রভা দেবী ও তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেলের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে ত্রিপুরা ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়।

জখম ভগ্নিপতি

● প্রথম পাতার পর

গুরুতর জখম অবস্থায় বিক্রম দেববর্মা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে কমলপুর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতকে উদ্ধার করে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালে রেফার করেন।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

EXPRESSION OF INTEREST

Sealed Expression of Interest is hereby invited on behalf of Executive Officer, Jirania Nagar Panchayat from the authorised firms/ Agencies/ Companies/ Govt. Supplier having in Tripura for Supply of Varies office Stationary and Article items for Jirania Nagar Panchayat office use purpose.

The details terms & condition may be collected format form the O/o the undersigned. The date for dropping Quotation is on 27/04/2026 up to 3.00 pm.

ICA/C-88/26

S/d-Illegible
Deputy Executive Officer
Jirania Nagar Panchayat
Jirania, West Tripura

নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিনিয়োগে বিশ্বস্ত ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান বন্ধন লাইফ

কলকাতা, ২০ এপ্রিল: মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং শুল্ক-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার জেরে ভারতীয় শেয়ারবাজারে অস্থিরতা বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন হলেও বন্ধন লাইফ ইন্সুরেন্স মনে করছে, বর্তমান সময়ই দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত সুযোগ তৈরি করছে। সংস্থার ইকুইটি বিভাগের প্রধান অভিনাশ আগরওয়াল বলেন, বাজার পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিনিয়োগই দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক। এতে সময়ের সঙ্গে বিনিয়োগের গড় খরচ কমে আসে। তিনি জানান, গত ১৫ মাসে মিড ও স্মল-ক্যাপ শেয়ারে সংশোধনের ফলে মূল্যায়ন এখন অনেকটাই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। পি.ই.জি অনুপাতের ভিত্তিতে মিড-ক্যাপ শেয়ার বড় সংস্থার তুলনায় বেশি আকর্ষণীয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এই সুযোগ কাজে লাগাতে ''বন্ধন লাইফ ইউলিপ ইনভেস্ট আলটিমা''র মতো পণ্যের মাধ্যমে বন্ধন লাইফের মিড ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।বর্তমান বৈশ্বিক অস্থিরতার মধ্যেও দেশীয় অর্থনীতিনির্ভর খাত, বিশেষ করে ব্যাংকিং ও ভোগ্যপণ্য খাতে ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে সংস্থা।

মা-মেয়ে

● প্রথম পাতার পর

এই অবকাঠামোর এমন অচলাবস্থা নিয়ে উঠছে গুরুতর প্রশ্ননিরাপত্তা ব্যবস্থায় এমন চরম গাফিলতির দায় নেবে কে?

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং সম্ভাব্য সব দিক খতিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবুও এখনও পর্যন্ত নিখোঁজদের কোনও হদিস না মেলায় পরিবারের উদ্বেগ চরমে পৌঁছেছে। অসহায় প্রানকৃষ্ণ পাল সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে সকলের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেনকোনও সহৃদয় ব্যক্তি যদি মন্টি পাল বা রেশ্মি পালের সম্পর্কে সামান্যতম তথ্যও পেয়ে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে ৯৮৬২৩ ০৩২৩৭ অথবা ৭৫৮৬৯ ৪৯৮০০ নম্বরে দ্রুত যোগাযোগ করুন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এই ঘটনা প্রশাসনের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল রেল স্টেশনসহ জনবহুল এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার করুণ চিত্র। অবিলম্বে সিসিটিভি ব্যবস্থা সচল করা ও নিরাপত্তা জোরদার না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

শোক প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

পাঠানো হচ্ছে।'' তিনি শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং বলেন, প্রয়োজনীয় সবরকম সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে রামনগর থেকে উধমপুর শহরে আসার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় বাসটি উল্টে যায়।

উধমপুরের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার প্রেম সিং জানান, আহতদের একটি অংশকে উধমপুরের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে, বাকিদের রামনগরেই চিকিৎসা চলছে।

এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা গভীর শোক প্রকাশ করে প্রশাসন, পুলিশ, এসডিআরএফ ও স্বাস্থ্য দফতরকে দ্রুত ত্রাণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ-ও এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সরকার সবসময় রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাহাড়ি এলাকায় অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই, বেপরোয়া গতি ও খারাপ রাস্তার অবস্থাই অধিকাংশ দুর্ঘটনার প্রধান কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

For, and on Behalf of the Governor of Tripura, e-Tender in Two Bid System is hereby invited from bonafide fish farmers & fishery cooperative society, Fishery Entrepreneurs, SHGS for the Supply of Major carp fingerlings (>10 cm in size) to the different gram panchayat/village council of different blocks & Nagar Panchayat area of Amarpur Sub-division of Tripura for implementation of different pisciculture schemes under Amarpur Sub-Division for the FY- 2026-27, through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in.

Estimated quantity (in nos.)	Estimated Tender Value (Rs.)	Critical Date & Time	
4.0 Lakh	8.80 Lakh	Publishing date	18.04.2026 at 12.00 Hours
		Document download/Sale start date	18.04.2026 from 15.00 Hours
		Pre-bid meeting	22.04.2026 from 11.00 Hours
		Bid Submission start date	22.04.2026 from 11.00 Hours
		Bid Submission end date	06.05.2026 up to 15.00 Hours.
		Bid Opening Date	07.05.2026 at 11.00 Hours

All the above-mentioned times are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in. The bid documents, terms & conditions, instructions to bidder and other details related to e-Tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in.

All future modification/Corrigendum/Addendum, if any will be published only on the above website. Intending bidders can participate on the bidding through online e-procurement website https://tripuratenders.gov.in only.

ICA/C-94/26

Sd/- (Ajoy Das)
Supdt. of Fisheries
Amarpur Sub Division

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD on 28/04/2026.

TENDER

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND [illegible]	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATIONS	CLASS OF BIDDER
1.	2nd Call for the Major Repair of PM SHRI Sachindra GP High School under Bokafa Block under South Tripura District sanctioned under PM SHRI Scheme during the year 2023-24. PNIeT No: 04/EE/ENGG. CELL/DSE/2026-27 DNIeT No: 172/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26.	Rs. 450000.00	Rs. 9000.00	60 Days.	[illegible] Up to 17.30 Hrs	[illegible]	[illegible]	Appropriate Class
	2nd Call for the Repairing Work of 07(Seven) nos Dysfunctional Girls and Boys Toilet under Jolaibari RD Block of South Tripura District for the year 2025-26. PNIeT No: 05/EE/ENGG. CELL/DSE/2026-27 DNIeT No: 172/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26.	Rs. 1050000.00	[illegible]	30 days	[illegible] Up to 17.30 Hrs	[illegible]	[illegible]	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

No.F.17 (13-226/SE/ENGG/2025-26/100-102 Dated, Agartala the 20/04/2026

ICA/C-100/26

Dhirender Debbarma
Executive Engineer
Engineering Cell.
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

Extension of Online Application Date for DEEET-2026

This is to inform all sections of students of Tripura that the last date for submission of online applications for **DEEET-2026** has been extended. The application process is currently ongoing as per the revised schedule.

Revised Schedule:

* **Start Date of Online Application: 16/04/2026**
* **Extended Last Date of Submission: 30/04/2026**

All interested and eligible candidates are advised to complete their application within the extended timeline and avoid waiting until the last date to prevent any technical issues.

Students are encouraged to visit the official website regularly for detailed information and updates regarding the examination- **https://deeet.tripura.gov.in/**

(DEEET)-2026 অনলাইন আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ত্রিপুরার সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অবগত করা যাচ্ছে যে DEEET-2026 এর অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী বর্তমানে আবেদন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সংশোধিত সময়সূচি:

অনলাইন আবেদন শুরুর তারিখ: ১৬/০৪/২০২৬

আবেদন জমা দেওয়ার বর্ধিত শেষ তারিখ: ৩০/০৪/২০২৬

সকল আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে তাদের আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করুন এবং শেষ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করা থেকে বিরত থাকুন, যাতে কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও আপডেটের জন্য নিয়মিতভাবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে: https://deeet.tripura.gov.in/

ICA/D/62/2026

Sd/-
(Dr. Tirtharaj Sen, FIE)
Chairman CSC

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর গাড়ির উপর হামলা চালায়। হামলায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

চাল ব্যবসায়ীকে তলব ইডির

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে চাল ব্যবসায়ী বারিক বিশ্বাস-কে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে সোমবার এই তথ্য জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে বিশ্বাসকে। তদন্তকারীদের দাবি, তিনি প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়া মল্লিক-এর ঘনিষ্ঠ।উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে ইডি বিশ্বাসের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেই সময় তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয় এবং তাঁর রাইস মিল থেকে একাধিক নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়।দীর্ঘ প্রায় দুই বছর পর আবারও ইডির নজরে এসেছেন এই ব্যবসায়ী। তদন্তকারীদের সন্দেহ, তিনি বাংলাদেশে চাল পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। কার মাধ্যমে এই পাচার চক্র পরিচালিত হচ্ছিল, আর কারা এতে যুক্ত ছিল এবং বিদেশে কারও সঙ্গে কোনও যোগসূত্র ছিল কি না তা খতিয়ে দেখতে চান ইডি আধিকারিকরা।এর আগেও সোনা ও গরু পাচার মামলায় বিশ্বাসের নাম সামনে এসেছিল। সেই সময় তাঁর বাড়ি, ফ্ল্যাট ও অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত থাকলেও তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। মন্ত্রী টিঙ্কু রায় ও বিকাশ দেববর্মা ময়দানে রয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করছেন। প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে, বলেন তিনি।প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে রাজীব ভট্টাচার্য জানান, সিআরপিএফ ও পুলিশ বাহিনীর দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে বড় ধরনের প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান, যদিও পরে তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাস্তা অবরোধে অংশ নেওয়ার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।শেষে তিনি কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলেন, সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছেন। আমাদের প্রধান লক্ষ্য শান্তি ফিরিয়ে আনা এবং প্রতিটি বাস্তুচ্যুত কর্মীকে নিরাপদে বাড়ি ফেরানো।এদিকে, আশ্রিত কর্মীদের অভিযোগ, ভোটের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর মথার সন্ত্রাসের বাড়ি ঘর ছেড়ে ভগৎ সিং যুব আবাসে আশ্রয় নিয়েছে বহু বিজেপি কর্মী। কিন্তু পাহাড়ের রাজনৈতিক সন্ত্রাস দমনে সঠিক ব্যবস্থা নিচ্ছে না সরকার।

হুকলাইন কাটতে গিয়ে

● প্রথম পাতার পর

প্রথমে রানীরবাজার হাসপাতালে, পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা আরও বড়যদি কর্তব্যরত অবস্থায় ঐ পরিণতি হয়, তাহলে আগামী দিনে কে ঝুঁকি নিয়ে মাঠে নামবে?এখানেই বিষয়টি ব্যক্তি আক্রমণ ছাড়িয়ে জনস্বার্থের কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ কর্মীরা যদি নিরাপত্তাহীনতায় কাজ করতে বাধ্য হন, তাহলে যে কোনও মুহূর্তে থমকে যেতে পারে পরিষেবা। অন্ধকারে ডুবে যেতে পারে এলাকা, বন্ধ হয়ে যেতে পারে জরুরী পরিষেবা সহ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ পরিষেবা। অর্থাৎ, এমন হামলার প্রত্যক্ষ শিকার শুধু একজন কর্মী নন‌ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন আপামর সাধারণ মানুষ।এই প্রেক্ষিতে খয়েরপুর সহ রাজ্যজুড়ে বিদ্যুৎ কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছে। দাবি উঠছে, এই ঘটনাকে সাধারণ মারামারি হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণঘাতী হামলার জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী খুনের চেষ্টার অভিযোগে জামিন অযোগ্য ধারায় অবিলম্বে মামলা রুজু করতে হবে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবেএমনটাই মত বিভিন্ন মহলের।

NACO
National AIDS Control Organisation

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী এইচআইভি/এইডস বিষয়ক জীবাণু নির্ণয় ও চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র

Tripura State AIDS Control Society

পরিষেবা কেন্দ্র	পশ্চিম জেলা	সিপাহিজলা জেলা	খোয়াই জেলা	ধলাই জেলা	উনকোটি জেলা	উত্তর জেলা	গোমতী জেলা	দক্ষিণ জেলা
এআরটি সেন্টার	১) এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতাল		১) তেলিয়ামুড়া এসডিএইচ (লিঙ্ক এআরটি)	১) কুলাই ডিএইচ (এফআইএআরটি) ২) গন্ডাছড়া এসডিএইচ (লিঙ্ক এআরটি)	১) উনকোটি ডিএইচ (লিঙ্ক এআরটি)	১) ধর্মনগর ডিএইচ (এফআইএআরটি)	১) গোমতী ডিএইচ (লিঙ্ক এআরটি) ২) অমরপুর সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল। (লিঙ্ক এআরটি)	১) দক্ষিণ জেলা হাসপাতাল (লিঙ্ক এআরটি) ২) অমরপুর সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল। (লিঙ্ক এআরটি)
আইসিটিসি সেন্টার	১) এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতাল ২) আইজিএম হাসপাতাল ৩) জিরানিয়া সিএইচসি	১) বিশালগড় এসডিএইচ ২) বিশ্রামগঞ্জ পিএইচসি ৩) মেলাঘর এসডিএইচ	১) খোয়াই ডিএইচ ২) তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল	১) কুলাই ডিএইচ ২) বিএসএম হাসপাতাল ৩) মনুঘাট সিএইচসি ৪) গন্ডাছড়া এসডিএইচ	১) কুমারঘাট এসডিএইচ ২) উনকোটি ডিএইচ	১) ধর্মনগর ডিএইচ ২)পানিসাগর এসডিএইচ ৩) কাঞ্চনপুর এসডিএইচ ৪) দামছড়া পিএইচসি ৫) কদমতলা সিএইচসি	১) গোমতী ডিএইচ ২) অমরপুর এসডিএইচ	১) শান্তিরবাজার ডিএইচ ২) বিলোনিয়া এসডিএইচ ৩) সাব্রুম এসডিএইচ
এসটিডি সেন্টার	১) এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতাল ২) আইজিএম হাসপাতাল	১) বিশালগড় এসডিএইচ ২) মেলাঘর এসডিএইচ	১) খোয়াই ডিএইচ ২) তেলিয়ামুড়া এসডিএইচ	১) কুলাই ডিএইচ ২) বিএসএম হাসপাতাল ৩) মনুঘাট সিএইচসি ৪) গন্ডাছড়া এসডিএইচ	১) উনকোটি ডিএইচ	১) ধর্মনগর ডিএইচ ২) কাঞ্চনপুর এসডিএইচ	১) গোমতী ডিএইচ ২) অমরপুর এসডিএইচ	১) শান্তিরবাজার ডিএইচ ২) বিলোনিয়া এসডিএইচ ৩) সাব্রুম এসডিএইচ
ওএসটি সেন্টার	পশ্চিম জেলার অন্তর্গত প্রতিটি পিএইচসি এবং ইউপিএইচসি পর্যন্ত মোট ২৬টি ওএসটি সেন্টার রয়েছে	১) কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার ২) ওয়ান স্টপ সেন্টার টাকারজলা ৩) বিশ্রামগঞ্জ পিএইচসি	১) খোয়াই ডিএইচ ২) তেলিয়ামুড়া এসডিএইচ	১) মনুঘাট সিএইচসি ২) ছৈলেংটা এসডিএইচ ৩) গন্ডাছড়া এসডিএইচ ৪) কুলাই ডিএইচ ৫) বিএসএম হাসপাতাল ৬) ছামনু সিএইচসি	১) কুমারঘাট এসডিএইচ ২) উনকোটি ডিএইচ ৩) পেঁচারথল পিএইচসি	১) ধর্মনগর ডিএইচ ২)পানিসাগর এসডিএইচ ৩) কাঞ্চনপুর এসডিএইচ ৪) দামছড়া পিএইচসি ৫) ভাংমুন পিএইচসি	১) ত্রিপুরা সুন্দরী এসডিএইচ ২) অমরপুর এসডিএইচ ৩) করবুক এসডিএইচ	১) শান্তিরবাজার ডিএইচ ২) বিলোনিয়া এসডিএইচ ৩) সাব্রুম এসডিএইচ ৪) কালাছড়া পিএইচসি
টার্গেটেড ইন্টারভেনশন এনজিও	১) হামবাই ক্লাব ২) ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট টিম ৩) টেরেসা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন	১) ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট টিম ২) ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি, ত্রিপুরা স্টেট ব্রাঞ্চ	১) হামবাই ক্লাব ২) ভলান্টারি হেল্থ অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা	১) প্রবাহ ধলাই-সিসি ২) প্রবাহ ধলাই-দিশা ৩) প্রবাহ ধলাই- পদক্ষেপ	১) সংঘদীপ ২) টেরেসা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন	১) সংঘদীপ ২) টেরেসা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ৩) সোসিও ইকোনমিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ৪) প্রবাহ ধলাই- দিশা	১) নারী কল্যাণ সমিতি ২) উদয়পুর বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মঞ্চ	১) অর্গানাইজেশন ফর রুরাল সারভাইবেল ২) ভলান্টিয়ার সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ৩) উদয়পুর বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মঞ্চ
লিঙ্ক ওয়ার্কার স্কিম	১)এলডব্লিউএস-ওয়েস্ট		১)এলডব্লিউএস-ওয়েস্ট		১)এলডব্লিউএস-নর্থ	১)এলডব্লিউএস-নর্থ		

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ডিএইচ: ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল। **এসডিএইচ :** সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল। **আইসিটিসি :** ইন্টিগেটেড কাউন্সিলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার। **এসটিডি সেন্টার :** সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজেস। **ওএসটি :** ওপিওড সাবস্টিটিউশন থেরাপি। **এআরটি :** অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি। **পিএইচসি :** প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। **ইউপিএইচসি :** আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। **এফআইএআরটি :** ফ্যাসিলিটি ইন্টিগেটেড অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি।

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

এইচআইভি এইডস বিষয়ক কিছু জানতে হলে ১০৯৭ টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করুন।

বিদ্যালয় কে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এলাকাবাসীর আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ এপ্রিল: সোমবার সকালে কড়ইমুড়া এসবি স্কুলকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার দাবিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে আবেদন জানালেন এলাকার ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও অভিভাবিকারা। ঘটনাটি চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন কড়ইমুড়া এসবি স্কুলে।

এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এলাকাবাসী জানান, বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো রয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহও যথেষ্ট। কিন্তু মাধ্যমিক স্তর না থাকায় অষ্টম শ্রেণীর পর তাদের দূরে গিয়ে পড়াশোনা করতে হচ্ছে। নিকটবর্তী হাইস্কুল প্রায় ৩ থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, এবং সেখানে পৌঁছানোর রাস্তা বন-জঙ্গল দিয়ে হওয়ায় বিশেষ করে ছাত্রীদের যাতায়াতে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

তাঁরা আরও জানান, এলাকায় যানবাহনের কোনও নিয়মিত পরিষেবা নেই। ফলে গাড়ি রিজার্ভ করে স্কুলে যেতে হয়, যা অনেক পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। এর ফলে বহু ছাত্রী অষ্টম শ্রেণীর পর পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে এবং বাধ্য হয়ে অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এলাকায় বাল্যবিবাহ ও ড্রপআউটের হার ক্রমশ বাড়ছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

এই প্রেক্ষিতে, স্কুলটিকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার দাবি জানিয়ে সোমবার সকালে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা প্রায় তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শক উত্তম কুমার দত্তের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। তপ্ত রৌদ্র উপেক্ষা করে এই পদযাত্রায় অংশ নেন বহু মানুষ।

বিদ্যালয় পরিদর্শক উত্তম কুমার দত্ত তাঁদের আশ্বস্ত করে জানান, কড়ইমুড়া এসবি স্কুলকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার প্রস্তাব আগেই শিক্ষা অধিকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং বিষয়টি বর্তমানে শিক্ষা দপ্তরে বিবেচনাধীন। রাজ্য সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রীর অনুমোদন পেলেই স্কুলটি মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হবে বলে তিনি জানান। দলমত নির্বিশেষে দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়ইমুড়া এলাকার সর্বস্তরের মানুষ এই দাবিতে একজোট হয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। চড়িলাম বাজার এলাকায় মিছিল পৌঁছালে স্থানীয় মানুষও এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান এবং এমন শিক্ষামুখী আন্দোলন আগে কখনও দেখেননি বলে মন্তব্য করেন। এখন এলাকাবাসী ও শিক্ষানুরাগী মহল তাকিয়ে রয়েছে, রাজ্য সরকার ও শিক্ষা দপ্তর কবে এই দাবিতে সাড়া দেয়।

উদয়পুর জেলাভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল: গোমতী জিলা পরিষদের ২নং কনফারেন্স হলে আজ গোমতী জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপ কমিটি ও উদয়পুর মহকুমা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপ কমিটির সদস্য ও সদস্যাদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি তথা জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান দেবল দেবরায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহকুমা সাংস্কৃতিক কমিটির চেয়ারম্যান তথা উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সুজন সেন, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা তথা সংশ্লিষ্ট জেলা সাংস্কৃতিক উপ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ আচার্য, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী সবিতা নাগ সহ গোমতী জেলা ও উদয়পুর মহকুমার সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ। সভায় চলতি অর্থবর্ষের বিভিন্ন জেলাভিত্তিক ও মহকুমার বিভিন্ন অনুষ্ঠান সুন্দর ও সর্বাঙ্গীণ সাফল্যমন্ডিত করে সম্পন্ন করার উপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মণিপুরে বনধে স্তব্ধ জনজীবন, হিংসার ঘটনায় গ্রেফতার ২১

ইম্ফল, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): মণিপুরে উপত্যকা ও পাহাড়উভয় এলাকাতেই বিভিন্ন সংগঠনের ডাকা বনধে সোমবার জনজীবন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এরই মধ্যে ইম্ফল পশ্চিম জেলায় দু'দিন আগে এক বিক্ষোভ মিছিলে হিংসার ঘটনায় ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ইম্ফল উপত্যকার পাঁচ-ছয়টি জেলায় 'মেইরা পাইবি' (নারী সংগঠন) ও একাধিক সিভিল সোসাইটি সংগঠনের ডাকা বনধ কার্যত জনজীবন থমকে দিয়েছে। ৭ এপ্রিল বিষ্ণুপুর জেলায় দুই নাবালকের মৃত্যু এবং তাঁদের মায়ের আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদেই এই বনধ ডাকা হয়েছে। অভিযোগ, এই হামলার পিছনে কুকি জঙ্গিদের হাত থাকতে পারে।

শনিবার মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া এই বনধে রাস্তায় নামেন মহিলা বিক্ষোভকারীরা। বহু জায়গায় রাস্তা অবরোধ করা হয়, যান চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও পথের দোকান সবই বন্ধ ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, নাগা অধ্যুষিত পাহাড়ি এলাকাগুলিতেও পৃথকভাবে বনধ ডেকেছে ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল (ইউএনসি)। রবিবার মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া এই তিন দিনের বনধ চলবে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত।

১৮ এপ্রিল উখরুল জেলায় দুই নাগা নাগরিকযাঁদের মধ্যে এক প্রাক্তন সেনাকর্মীও ছিলেনখুন হওয়ার প্রতিবাদে এই বনধ ডাকা হয়েছে। এই ঘটনাতেও কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। ইউএনসি জানিয়েছে, নিহতদের স্মরণে ২৩ এপ্রিল মোমবাতি প্রজ্জ্বলন কর্মসূচি পালন করা হবে।

এদিকে, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কন্থৌজাম গোবিন্দস সিং জনগণ ও সংগঠনগুলিকে জনস্বার্থে বনধ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ১৮ এপ্রিল ইম্ফল—জিরিবাম সড়কে এক মশাল মিছিল চলাকালীন বিক্ষোভকারীরা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। পাথর ছোড়া, পেট্রল বোমা নিক্ষেপ এবং গুলতি ও বড় পাথর ব্যবহার করে নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা চালানো হয়। এতে সিআরপিএফের তিনজন জওয়ান গুরুতর জখম হন এবং একাধিক সরকারি যানবাহন ভাঙচুর করা হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

এদিকে, মেইতেই সংগঠন মণিপুর অখণ্ডতা বিষয়ক সমন্বয় কমিটি (কোকোমি) অভিযোগ করেছে, বিক্ষোভকারীদের উপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে নিরাপত্তা বাহিনী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন. বিরেন সিং পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, উখরুলের গুলির ঘটনা এবং বিষ্ণুপুরের বোমা হামলার তদন্ত জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এবার বাংলায় সরকার গড়বে বিজেপি, '১০০ শতাংশ নিশ্চিত': হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গৌরবাজার, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সোমবার দাবি করলেন, এ বার রাজ্যে সরকার গড়বে বিজেপি এবং তা "১০০ শতাংশ নিশ্চিত"।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার গৌরবাজারে নির্বাচনী প্রচারে এসে আইএএনএস-কে তিনি বলেন, "এ বার বিজেপিই সরকার গড়বে, এটা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত।"

উল্লেখ্য, এ বার পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে দু'দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিল। ফল ঘোষণা হবে ৪ মে।

প্রথম দফায় ১৬টি জেলার ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। দ্বিতীয় দফায় বাকি ১৪২টি আসনে ভোট হবে, যার মাধ্যমে গোটা রাজ্যের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

এবারের নির্বাচন পদ্ধতিতে বড় পরিবর্তন এসেছে। ২০২১ সালে আট দফায় ভোটের পর এবার মাত্র দু'দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফল বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, লোকসভায় সংবিধানের (১৩১তম সংশোধনী) বিলযা মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব দিয়েছিলপাস না হওয়া নিয়েও সরব হন শর্মা। তাঁর দাবি, এই ইস্যুতে মহিলারা অসন্তুষ্ট এবং এর রাজনৈতিক প্রভাব পড়বে।

তিনি বলেন, "মহিলারা খুবই ক্ষুব্ধ। তারা মমতা ব্যানার্জী, ডিএমকে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এর জবাব দেবে।"

উল্লেখ্য, বিলটি লোকসভায় প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন পায়নি। পক্ষে ২৯৮টি এবং বিপক্ষে ২৩০টি ভোট পড়ে।

বাংলার ভোটের ডিউটিতে সিআরপিএফ জওয়ানের আত্মহত্যার চেষ্টা

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্বে এসে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী-এর এক জওয়ান। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের শক্তিপুর থানার এলাকায় ওই জওয়ানকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অভিযোগ, শক্তিপুরের বাজারসাউ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এ থাকা সিআরপিএফের ১৪২ নম্বর ব্যাটালিয়নের এক হেড কনস্টেবল নিজের সার্ভিস রাইফেল দিয়ে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের একটি রাজ্যের বাসিন্দা এবং এক মাস আগে অসমেও নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গুলি তাঁর বাম কাঁধে লাগে। সহকর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন। বর্তমানে তাঁকে বহরমপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে ১৪ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় নির্বাচনী ডিউটিতে থাকা এক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান রহস্যজনকভাবে মারা যান। মৃতের নাম কনক কোচ, যিনি ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ-এর কনস্টেবল ছিলেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সিঁড়ি থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

এর দু'দিন পর উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী-এর ৭৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয় এক জওয়ানের। মৃতের নাম জ্যোতিরাম সিং। তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পাচপদ্রা রিফাইনারিতে আগুন, স্থগিত প্রধানমন্ত্রী মোদির উদ্বোধন কর্মসূচি

জয়পুর, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজস্থানের বালোটরা জেলার পাচপদ্রা রিফাইনারিতে অগ্নিকাণ্ডের জেরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নির্ধারিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্থগিত করা হল।

সোমবার পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয় জানায়, এই অগ্নিকাণ্ডের কারণে ২১ এপ্রিল নির্ধারিত উদ্বোধন অনুষ্ঠান আপাতত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, রিফাইনারির ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিটের কাছে আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিকেল প্রায় ২টা নাগাদ একটি এক্সচেঞ্জারে বিস্ফোরণের পর আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার পরই দ্রুত জরুরি প্রোটোকল চালু করা হয় এবং রিফাইনারি এলাকা থেকে কর্মী ও আধিকারিকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়। কোনও হতাহতের খবর নেই বলে জানানো হয়েছে।

দমকল কর্মীরা প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। বর্তমানে কুলিং অপারেশন ও নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ চলছে।

বিদেশযোগে মাদক ও অস্ত্র পাচার চক্র ভাঙল পঞ্জাব পুলিশ, গ্রেফতার ৪

চণ্ডীগড়, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): বড়সড় সাফল্য পেল পাঞ্জাব পুলিশ। আন্তঃরাজ্য ও বিদেশযোগে যুক্ত মাদক এবং বেআইনি অস্ত্র পাচার চক্র ভেঙে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৯.৯২৫ কেজি হেরোইন, দু'টি বিদেশি তৈরি .৩০ বোর পিস্তল, আটটি ম্যাগাজিন ও ৪০ রাউন্ড কার্তুজ।

রাজ্যের ডিজিপি গৌরব যাদব সোমবার জানান, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে ধৃতরা বিদেশে থাকা গ্যাংস্টারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখত এবং স্থানীয়ভাবে মাদক পাচার ও অবৈধ অস্ত্র সরবরাহে সাহায্য করত।

ধৃতদের মধ্যে রয়েছে মঞ্জিন্দর সিং ওরফে সোনু (হোশিয়ারপুর), শিবম ভান্ডারি (জলন্ধর), সাহিল মাসিহ ওরফে মনু (গুরদাসপুর) এবং রামেল রজার (হোশিয়ারপুর)।

হোশিয়ারপুরের সিনিয়র সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ সন্দীপ কুমার মালিক জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গড়শঙ্কর এলাকায় বিশেষ নাকা চেকিং চালানো হয়। সন্দেহভাজন একটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালাতেই ধৃতদের কাছ থেকে মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার হয়।

তিনি আরও জানান, ধৃত সাহিল মাসিহ একজন 'হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার' এবং বাতালা জেলায় পুলিশের ওপর গুলি চালানোর একটি ঘটনার সঙ্গেও যুক্ত।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের আরও শিকড় খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে এবং আগামী দিনে আরও গ্রেফতার ও উদ্ধার হতে পারে।

এই ঘটনায় হোশিয়ারপুরের গড়শঙ্কর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও অস্ত্র আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

মৃত কর্মীদের পরিবারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙার অভিযোগে বিজেপিকে আক্রমণ অভিষেকের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): মৃত কর্মীদের পরিবারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার অভিযোগ তুলে ভারতীয় জনতা পার্টি-কে তীব্র আক্রমণ করলেন অভিষেক ব্যানার্জী।

সোমবার পুরুলিয়ার বলরামপুরে এক নির্বাচনী সভায় তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০১৮ সালে নিহত বিজেপি কর্মী ত্রিলোচন মাহাতো ও দুলাল কুমার-এর পরিবারের এক সদস্যকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আট বছর কেটে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর।

অভিষেকের আরও দাবি, পরিবারের সদস্যরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো তাঁদের ফোন ধরেননি।

২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বলরামপুরে এই দুই বিজেপি কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি 'মৃত্যুকে রাজনৈতিক হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

একইসঙ্গে বলরামপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জলধর মাহাতো-কে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। তাঁর দাবি, ওই প্রার্থী সাংসদের ঘনিষ্ঠ এবং দলীয় টিকিট পেতে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, যদিও এই অভিযোগের সত্যতা তিনি নিজেই নিশ্চিত করেননি।

রেল পরিষেবা নিয়েও কেন্দ্রকে নিশানা করেন তিনি। হাওড়া-চক্রধরপুর এক্সপ্রেস ও পুরুলিয়া এক্সপ্রেসের ঘনঘন বিলম্বের প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "যিনি সময়মতো ট্রেন চালাতে পারেন না, তিনি কীভাবে মানুষের জন্য জল বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন?"

এছাড়াও কুর্মি সম্প্রদায়ের বঞ্চনা, কুর্মালি ভাষার স্বীকৃতি না পাওয়া এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি।

শেষে ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "ধর্মের ভিত্তিতে যারা রাজনীতি করে, তাদের বলবমাটির স্তরে শান্তি রয়েছে। আমাদের প্রার্থী শান্তীরাম মাহাতো সারা বছর মানুষের জন্য কাজ করেন। এবার ভোট নষ্ট করবেন না, বিপুল ব্যবধানে আমাদের প্রার্থীকে জেতান।"

দ্বৈত নাগরিকত্ব' বিতর্কে রাহুল গান্ধী মামলার শুনানি থেকে সরে দাঁড়ালেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি

লখনউ/নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-র বিরুদ্ধে দ্বৈত নাগরিকত্ব'-এর অভিযোগে এফআইআর দায়েরের আর্জি সংক্রান্ত মামলার শুনানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্ট-এর বিচারপতি সুভাষ বিদ্যার্থী।

সোমবার লখনউ বেঞ্চে এই মামলার শুনানির সময় আবেদনকারীর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ করা কিছু পোস্টে বিচারপতির বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে বলে আদালত কড়া প্রতিক্রিয়া জানায়। সেই প্রেক্ষিতেই বিচারপতি বিদ্যার্থী মামলাটি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। ফলে মামলাটি এখন অন্য একটি বেঞ্চে পাঠানো হবে।

এর আগে, একক বেঞ্চ মামলার চূড়ান্ত রায় স্থগিত রেখে জানিয়েছিল, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

১৮ এপ্রিল আপলোড হওয়া নির্দেশে বিচারপতি উল্লেখ করেন, শুনানির সময় সব পক্ষই জানিয়েছিল যে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-এর ৫২৮ ধারার অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে পরে 'জগন্নাথ ভার্মা বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার' মামলার পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের রায় সামনে আসার পর অবস্থান বদলায় আদালত।

সেই রায়ে বলা হয়েছিল, এফআইআর দায়েরের আবেদন খারিজের নির্দেশ অন্তর্বর্তী নয় এবং পুনর্বিবেচনার যোগ্য। পাশাপাশি সম্ভাব্য অভিযুক্তকে সিদ্ধান্তের আগে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে একক বেঞ্চ উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত করে এফআইআর দায়েরের বিষয়টি বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছিল। এই অভিযোগে বলা হয়েছে, রাহুল গান্ধী ব্রিটিশ নাগরিকত্ব রাখেন এবং সেই কারণে তিনি নির্বাচন লড়ার বা সাংসদ থাকার যোগ্য নন।

আবেদনকারী ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ফরেনার্স অ্যাক্ট ও পাসপোর্ট অ্যাক্টের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। প্রথমে রায়বেরেলির বিশেষ এমপি/এমএলএ আদালতে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, পরে তা এলাহাবাদ হাইকোর্টে আনা হয়।

ভোটের আগে ৮০০ কর্মী গ্রেফতারের আশঙ্কা, কলকাতা হাই কোর্টে তৃণমূলের আবেদন

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রায় ৮০০ দলীয় কর্মী গ্রেফতার হতে পারেনএই আশঙ্কায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট-এর ডিভিশন বেঞ্চে একটি আবেদন দায়ের করেছে।

দলীয় সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ ব্যানার্জী এই আবেদনটি করেন এবং বিষয়টিতে দ্রুত হস্তক্ষেপের আর্জি জানান। প্রধান বিচারপতি সুজয় পল এবং বিচারপতি পার্থ সারথি সেন-এর বেঞ্চ মামলাটি গ্রহণ করেছে। আগামী ২২ এপ্রিল এই মামলার প্রথম শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে, যা প্রথম দফার ভোটের একদিন আগে।

তৃণমূল কংগ্রেসের আশঙ্কা, নির্বাচন কমিশনের নজরদারিতে থাকা প্রায় ৮০০ কর্মীকে ভোটের আগে গ্রেফতার করা হতে পারে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী একই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছেন।

তিনি দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন, যদি ভোট বা গণনা এজেন্টদের গ্রেফতার করা হয়, তবে বিকল্প ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে। সেই আশঙ্কাকেই এবার আইনি রূপ দিল তৃণমূল, আদালতের দ্বারস্থ হয়ে।

উল্লেখ্য, এ বার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন দু'দফায় অনুষ্ঠিত হবে২৪ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল। প্রথম দফায় ১৫২টি এবং দ্বিতীয় দফায় বাকি ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ভোটগণনা ও ফল প্রকাশ হবে ৪ মে।

চুড়াইবাড়িতে ফের নেশা কারবারে বড়সড় ধাক্কা, ৩৬ লক্ষ টাকার কফ সিরাপ জব্দ, চালক পলাতক

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: সীমান্তবর্তী এলাকায় নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্য রুখতে আবারও বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। আসামের চুড়াইবাড়িতে বিপুল পরিমাণ অবৈধ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে অভিযানের মাঝেই চালকের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রবিবার গভীর রাতে দিল্লি থেকে গুয়াহাটি হয়ে আসা এএস০১আরসি২৪৯৫ নম্বরের একটি ছয় চাকার কন্টেনার লরি বাজারিছড়ার চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্টে পৌঁছায়। আগাম গোপন সূত্রে খবর ছিল, ওই গাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচার করা হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ আগে থেকেই সতর্ক অবস্থানে ছিল এবং লরিটিকে আটক করা হয়।

তবে আটক করার পরই ঘটে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। 'কন্টেনার খুলে দেখানোর' অজুহাতে চালক মুহূর্তের মধ্যে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় পুলিশের তৎপরতা ও নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পরদিন সোমবার সকালে পুলিশ সুপার অর্ণিবান শর্মার উপস্থিতিতে গেট ইনচার্জ নিরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে লরিটিতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে বিভিন্ন পণ্যের আড়ালে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় উদ্ধার হয় দুইটি কাঠের বাক্সভর্তি মোট ৩,৬০০ বোতল অবৈধ 'এস্কাফ' কফ সিরাপ। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, নেশা বিরোধী অভিযানে শ্রীভূমি জেলা পুলিশ 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে। ইতিমধ্যেই পলাতক চালককে ধরতে তল্লাশি শুরু হয়েছে এবং গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

এই ঘটনায় একদিকে যেমন পুলিশের সাফল্যে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা, অন্যদিকে বারবার এমন পাচারের ঘটনা সামনে আসায় প্রশ্ন উঠছেকেন এখনও পুরো চক্রটিকে সম্পূর্ণভাবে ধরতে পারছে না প্রশাসন।

অক্ষয় তৃতীয়ায় রাজ্যজুড়ে ধর্মীয় উৎসব, রামঠাকুর আশ্রমে ভক্তদের ঢল

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: সোমবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে পালিত হলো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। এই তিথিকে বিশেষভাবে স্মরণ করেন রামঠাকুরের ভক্তরা, কারণ জনশ্রুতি অনুযায়ী এই শুভ দিনে জন্মগ্রহণ ও দেহত্যাগ করেছিলেন শ্রীশ্রী রামঠাকুর। ভক্তদের বিশ্বাস, মানবজাতিকে কলিযুগের বন্ধন থেকে মুক্তির পথ দেখাতেই তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল।

রাজধানীর বনমালীপুরস্থিত রামঠাকুর আশ্রমে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। সকাল থেকেই আশ্রম প্রাঙ্গণে ভক্তিমূলক সংগীত, নামসংকীর্তন এবং পূজার্চনার মধ্য দিয়ে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ভোর থেকেই অসংখ্য ভক্ত আশ্রমে সমবেত হয়ে প্রার্থনায় অংশ নেন।

অন্যদিকে, অক্ষয় তৃতীয়াকে শুভ দিন হিসেবে মান্য করে বহু ব্যবসায়ী এই দিনে লক্ষ্মী-গণেশের পূজার আয়োজন করেন। অনেকেই নতুন হিসাবের খাতা বা হালখাতার শুভ সূচনা করেন এদিন। যদিও প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পয়লা বৈশাখে হালখাতা শুরু করা হয়, তবুও অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নকে কেন্দ্র করে অনেকেই এই দিনটিকেও বেছে নিচ্ছেন।

রাজধানীর লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মন্দিরসহ বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, এদিন সোনা বা মূল্যবান সামগ্রী ক্রয় করলে সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। এক পুরোহিত জানান, অক্ষয় তৃতীয়া এমন এক শুভ তিথি, যেদিন যে কোনো নতুন কাজ শুরু করলে তা দীর্ঘস্থায়ী ও মঙ্গলজনক হয়।

সব মিলিয়ে, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে অক্ষয় তৃতীয়া দিনটি রাজ্যের মানুষের কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি, রাতের বেলা ৫০০ মিটারের মধ্যে জারি বিশেষ বিধিনিষেধ

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা বিস্তীর্ণ এলাকাকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য আইন-শৃঙ্খলা অবনতির আশঙ্কায় কড়া পদক্ষেপ নিল জেলা প্রশাসন। সেই প্রেক্ষিতে আগামী ২০ এপ্রিল থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত সদর মহকুমা ও মোহনপুর মহকুমার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রাতের বেলা বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তের ৫০০ মিটারের মধ্যে রাত ৮টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত একাধিক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস), ২০২৩-এর ১৬৩ ধারা অনুযায়ী এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অস্ত্র বা বিপজ্জনক সামগ্রী নিয়ে চলাচল করতে পারবেন না। পাশাপাশি পাঁচজনের বেশি মানুষের জমায়েত বা একসঙ্গে চলাফেরার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক জানান, সীমান্ত এলাকায় বেআইনি অনুপ্রবেশ ও পাচার কার্যকলাপ রুখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবিকা যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকেও প্রশাসন নজর রাখবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, নির্দেশিকা অমান্য করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিস্থিতির ওপর নজর রেখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে।

ধর্মনগর পূর্ত দপ্তরে অনিয়মের অভিযোগ, ক্ষোভে কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ এপ্রিল : ধর্মনগর পূর্ত দপ্তরের কার্যালয়ে একাধিক অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। দপ্তরের ভেতরে নিয়মনীতি উপেক্ষা করে ইচ্ছামতো কাজ পরিচালনার প্রবণতা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন একাংশ কর্মী। এর জেরে যোগ্য ও সিনিয়র কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, দপ্তরের কিছু কর্মী নির্ধারিত পদের বাইরে গিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন এবং অফিসে নিজেদের নাম ও পদবী ইচ্ছামতো ব্যবহার করছেন। বিশেষ করে পূর্ণিমা সিংহ নামে এক কর্মীকে ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। বর্তমানে তিনি ইউডিসি পদে কর্মরত থাকলেও, গত প্রায় আট মাস ধরে হেড ক্লার্কের দায়িত্ব পালন করছেন বলে জানা গেছে।

সূত্রের দাবি, পূর্ণিমা সিংহ কর্মজীবন শুরু করেন কুমারঘাটে এলডিসি পদে। পরে তিনি ধর্মনগর পিডাব্লিউ আর এন্ড ডি ডিভিশনে যোগ দেন। সম্প্রতি অফিসের প্রবেশমুখে কম্পিউটারে প্রিন্ট করা "হেড ক্লার্ক পূর্ণিমা সিংহ" লেখা প্রদর্শিত হতে দেখা যায়, যা অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে বিস্ময় তৈরি করেছে। অভিযোগ, কোনও আনুষ্ঠানিক নিয়োগ বা প্রশাসনিক নির্দেশ ছাড়াই তিনি এই দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিকে, এই পদের জন্য পূর্ণিমা সিংহের চেয়ে সিনিয়র আরও দু'জন কর্মী থাকা সত্ত্বেও তাদের উপেক্ষা করে কীভাবে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে দপ্তরের অন্দরমহলে জোর আলোচনা চলছে। কার নির্দেশে বা কার মদতে এই পদায়ন হয়েছে, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে প্রশ্ন।

অভিযোগ আরও, দপ্তরে সামগ্রিকভাবে অনিয়মের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং কার্যত অফিসটির প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পিন্টু দেববর্মার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সবকিছু জেনেও তিনি নীরব রয়েছেন বলে অভিযোগ।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 21-04-2026, 00:51

অঙ্গন

ব্যাংককে বিশ্ব মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স সম্পন্ন সাফল্য অর্জনের পর ফিরছেন অ্যাথলেটরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আয়োজিত 'ওয়ার্ল মাস্টার্স অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬'-এ সাফল্যের নতুন ইতিহাস লিখে আজ বিজয়ীর বেশে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ত্রিপুরার প্রবীণ অ্যাথলেটরা। টুর্নামেন্টের প্রথম দিন থেকেই পদক জয়ের যে ধারা শুরু হয়েছিল, আজ প্রতিযোগিতার শেষ দিনেও তা অব্যাহত থাকল। ৬০ বছর ঊর্ধ বিভাগে হাইজাম্প ইভেন্টে ১.৫৫ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে সোনা জিতেছেন প্রিয়লাল সাহা। অন্যদিকে, ৫৫ বছর ঊর্ধ বিভাগে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে দুর্দান্ত লড়াই করে রুপো জয় করার পর আজ ২০ এপ্রিল লং জাম্প ইভেন্টেও স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিয়ে বাজিমাত করেছেন নারায়ণ ঘোষ। পদক জয়ের দৌড়ে অনন্য নজির গড়েছেন আশিস কর; ৫০০০ মিটার হাঁটায় সোনা এবং ডিসকাস থ্রো-তে রুপো জেতার পর আজ সাঁতারের ট্র্যাকেও ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছেন তিনি। গতকাল ৫০ মিটার ফ্রি-স্টাইল ও ব্যাক স্ট্রোকের ফাইনালে উঠতে না পারলেও, আজ ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে পাকিস্তানের সৈয়দ আলির সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর সোনা জিতে নেন আশিস কর। ৩৫ ঊর্ধ বয়স বিভাগে মালু মিয়া গত ১৯ এপ্রিল ১০০ মিটার দৌড়ে ১২.৬৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেছিলেন এবং আজ লং জাম্প ও ট্রিপল জাম্পে যথাক্রমে অষ্টম ও দ্বাদশ স্থান অর্জন করেছেন। আজ ২০ এপ্রিল প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই মেগা আসরের যবনিকা পতন ঘটেছে। প্রিয়লাল সাহা, আশিস কর, নারায়ণ ঘোষ এবং মালু মিয়ার এই প্রতিনিধি দলটি ব্যাংককের বিশ্বমঞ্চে ত্রিপুরার জয়ধ্বজা উড়িয়ে এখন ঘরের পথে। প্রবীণ অ্যাথলেটদের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে খুশির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরার ক্রীড়ামহলে। স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠকদের মতে, ব্যাংককের ট্র্যাকে ত্রিপুরার এই জয় প্রমাণ করে দিচ্ছে যে সঠিক ইচ্ছেশক্তি থাকলে বয়স কোনো বাধা নয় এবং তাঁদের এই সাফল্য রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের খেলোয়াড়দের কাছে এক বড় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। বিজয়ীদের বরণ করে নিতে মুখিয়ে আছেন রাজ্যবাসী।

সমীরন চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-২০ লিগে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইতোমধ্যে দুটি গ্রুপের পাঁচটি দল মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। আরও তিনটি দল কোয়ার্টার ফাইনালের লাইন আপে নাম লেখানোর বিষয়টা শুধু এখন সময়ের অপেক্ষায়। আজ, সোমবার কোনও ম্যাচ ছিল না। তবে, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দুই মাঠে দুই বেলায় চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় হার্ভে ক্লাব খেলবে ইউনাইটেড বিএসটি-র বিরুদ্ধে। একই সময়ে এমবিবি স্টেডিয়ামে ওল্ড প্লে সেন্টার এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় পোলস্টার ক্লাব খেলবে শতদল সংঘের বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা একটায় জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, গ্রুপে এ থেকে এখন পর্যন্ত ব্লাড মাউথ ক্লাব পরপর ৬টি এবং শতদল সংঘ টানা চারটি ম্যাচে জয়ী হয়ে মুল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। ওল্ড প্লে সেন্টার, সংহতি ক্লাব, বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ও পোলস্টার ক্লাব প্রত্যেকে দুটি করে ম্যাচ জিতে মূল পর্বের আশা জিইয়ে রেখেছে। গ্রুপ বি থেকে কসমোপলিটন ক্লাব, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব চারটি করে ম্যাচ জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। হার্ভে ক্লাব ও চলমান সংঘ তিনটি করে ম্যাচ জিতে শেষ আটের আশায় প্রহর গুনছে। উল্লেখ্য, ১৪ টি ক্লাব দলের মধ্যে সাতটি করে দল নিয়ে গঠিত দুটি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা চলবে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত। দুটি গ্রুপের সেরা চারটি করে দল নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হবে ২৩ ও ২৪ এপ্রিল। ২৬ এপ্রিল সেমিফাইনালের পর ২৮ এপ্রিল ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। দুটি গ্রুপ থেকে ইতোমধ্যে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, মৌচাক ক্লাব এবং ইউনাইটেড বিএসটি ক্রমান্বয়ে ম্যাচ হেরে গ্রুপ লিগ তালিকায় অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। আগামীকাল চারটি ম্যাচের পর-ই কোয়ার্টার ফাইনালের লাইন আপ তৈরি হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপে ত্রিপুরা - মিজোরাম ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার মেয়েরা আগামীকাল মাঠে নামছে। খেলবে মিজোরামের বিরুদ্ধে। গুয়াহাটিতে জাজেস ফিল্ডে খেলা। বিসিসিআই- এর উদ্যোগে এবং আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত দ্বিতীয় নর্থ-ইস্ট রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বেশ জমজমাট। ইতোমধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ১৯ এপ্রিল থেকে। গ্রুপ এ-তে ১৯ এপ্রিল ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে আসাম ৬ উইকেটের ব্যবধানে মনিপুরকে এবং জাজেস ফিল্ডের খেলায় অরুণাচল প্রদেশ ছয় উইকেট এর ব্যবধানে নাগাল্যান্ড কে পরাজিত করেছে। আজ, সোমবার দ্বিতীয় দিনে আসাম ২৬৭ রানের বিশাল ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশকে পরাজিত করে ফাইনালের লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। জাজেস ফিল্ডে অনুষ্ঠিত অপর খেলায় মনিপুর ১০ উইকেটের ব্যবধানে নাগাল্যান্ড কে পরাজিত করে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে আসাম প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৩৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৯৪ রান সংগ্রহ করলে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে অরুণাচল প্রদেশ ১৭ ওভার খেলে ২৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের আরাধ্যা দত্ত দুর্দান্ত ব্যাট চালিয়ে ৭০ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি সহযোগে সাতাশি রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। জাজেস মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের অপর খেলায় নাগাল্যান্ড প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ২৩ ওভার তিন বলে মাত্র ৩১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিলে, জবাবে মনিপুর নয় বল খেলে বিনা উইকেটে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের লিনথই ছানু দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। আগামীকাল অপর খেলায় সিকিম ও মেঘালয় পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে।

'কালা জাদু' করে চেন্নাইকে হারিয়েছে হায়দরাবাদ!

টানা দুই জয়ে আশা জেগেছিল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হেরে তা ফের নিভে গেল চেন্নাই সুপার কিংসের। বরং ঘরের মাঠে জিতে প্লেঅফের দৌড়ে বেশ ভালোমতোই ঢুকে পড়েছেন ঈশান কিষানরা। কিন্তু এর নেপথ্যে কি 'কালা জাদু'? যা নিয়ে চলছে জোর চর্চা।ঠিক কী হয়েছে? সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচে অদ্ভুত এক সমর্থককে দেখা গেল গ্যালারিতে বসে তুকতাক করতে। তাঁকে দেখা গেল, হাতে পাতিলেবু নিয়ে মন্ত্র পড়তে। সেই সময় ব্যাটিং করছিলেন সিএসকের শিবম দুবে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় দেখা যায়, সানরাইজার্স গ্যালারিতে বসে এক ব্যক্তি। তার হাতে লেবু। তিনি লেবু নিয়ে প্রণাম করে পরক্ষণেই তা মাঠের দিকে ছুড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করেন।এর ঠিক পরেই সাকিব হুসেনের বলে বোল্ড হন শিবম দুবে (২১)। তিনি আউট হতেই ম্যাচ ঘুরে যায় হায়দরাদের দিকে। ফিনিশিংয়ের অভাবে ভুগল চেন্নাই সুপার কিংস। শুরুটা ভালো হল না, শেষটাও নয়। সঞ্জু স্যামসন (৭) এদিন রান পাননি। রুতুরাজ গায়কোয়ারও (১৯) পথ দেখাতে পারলেন না। অধিনায়কের অফ অর্ম অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে সেই একজনই ভরসা- আয়ুষ মাত্রে। ম্যাট শর্ট ৩৪ রান করলেন ঠিকই, নিলেন ৩০ বল। ফলে রানের পাহাড় ঘাড়ে চেপে বসল। শিবম দুবের (২১) উইকেট একেবারে ছিটকে দিলেন সাকিব হুসেন। এবারের আইপিএলের অন্যতম আবিষ্কার একটাই সাফল্য পেলেন। সেখানে প্রফুল্ল হিঙ্গে দেদার রান বিলোলেন। কিন্তু শেষ ওভারে মাথা ঠান্ডা রেখে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন।যদিও এত সবের পর ওই সমর্থকের 'কীর্তি' নিয়ে চর্চা অব্যাহত। অনেকেই বলেছেন, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ নিজেদের দক্ষতায় ম্যাচ জিতেছে। এখানে কোনও কালা জাদু কাজ করেনি। এক নেটিজেন মজা করে বলছেন, 'এই ফ্যানকে পরের ম্যাচেও মাঠে বসাও, ভাগ্য খুলে যাবে!' আরেকজন লিখছেন, 'ভিডিওটা মজার ঠিকই। কিন্তু ম্যাচ জেতার আসল কারণ হায়দরাবাদের পারফরম্যান্স। এর সঙ্গে কোনও কালো জাদুর সম্পর্ক নেই।' আরেক ইউজারের কথায়, 'শিবম দুবে আউট হয়েছেন বলের গুণে, লেবুর কারণে নয়!' সবশেষে বলে রাখা ভালো, এই ধরনের ভিডিওর কোনও সত্যতা যাচাই করেনি এই ধরনের মন্তব্য বা মূল্যায়ন পুরোটাই নেটিজেনদের জল্পনা।

২৭ কোটির গজনি! একের পর এক ম্যাচে পন্থের 'দিশাহীন' নেতৃত্ব, 'ভুলো মন'কে কটাক্ষ নেটিজেনদের

পয়েন্ট টেবিলে ক্রমশ নামছে লখনউ সুপার জায়ান্টসের অবস্থান। রবিবার পাঞ্জাব কিংসের কাছেও হেরেছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। হারের হ্যাটট্রিক করে ফেললেন ঋষভ পন্থরা। তারপর থেকেই প্রশ্ন উঠছে আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দাম পাওয়া ক্রিকেটারকে নিয়ে। ব্যাট হাতে যেমন খারাপ ফর্ম, তেমনি জঘন্য অধিনায়কত্ব করছেন পন্থ। রবিবারের ম্যাচের পর তাঁকে কটাক্ষ করেছেন কিংবদন্তি অনিল কুম্বলেও।

গত বছর আইপিএল ফাইনালটা এখনও যন্ত্রণা দেয় পাঞ্জাব কিংসকে। তাই এবছর যেন আরও নৃশংস, আরও নির্মম হয়ে উঠেছে তারা। রবিবারের লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধেও সংহারমূর্তি ধারণ করেন পাঞ্জাবের ওপেনিং জুটি প্রিয়াংশ আর্য এবং কুপার কনোলি। ৩৭ বলে ৯৩ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন প্রিয়াংশ। অন্যদিকে কুপারের সংগ্রহ ৪৬ বলে ৮৭। দু'জনের ৮০ বলে ১৮২ রানের জুটিতেই ম্যাচ চলে যায় পাঞ্জাবের ঝুলিতে। তবে ক্রিকেটবোদ্ধাদের অনেকেই মনে করছেন, দুই ব্যাটারের এহেন ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের নেপথ্যে পন্থের দিশাহীন নেতৃত্ব একটা অন্যতম বড় কারণ।

রবিবারের ম্যাচে লখনউয়ের অনতম সেরা স্পিনার দিগ্বেশ রাঠিকে প্রথম একাদশেই রাখা হয়নি। তার বদলে খেললেন এম সিদ্ধার্থ। তখন থেকেই নেটদুনিয়ায় চর্চা, পন্থ কি ভুলে গিয়েছেন রাঠির পারফরম্যান্স? খেলা শুরু হওয়ার পর দেখা গেল, পন্থ অনেক কিছুই ভুলে মেরে দিয়েছেন। পাওয়ার প্লে'তে পেসাররা যখন বেধড়ক মার খাচ্ছেন, ওভারপ্রতি দশেরও বেশি রান তুলছেন পাঞ্জাব ওপেনাররা, তখনও স্পিনের দেখা নাই। অন্য সব দল যেখানে পাওয়ার প্লে'তে অন্তত একটা ওভার স্পিনারকে দিচ্ছে, সেখানে টানা ৬ ওভার পেস আনলেন পন্থ। হাত খুললেন প্রিয়াংশরা।

শেষ পর্যন্ত সপ্তম ওভারে স্পিন আক্রমণ শুরু করালেন পন্থ, সেটা আবার পার্টটাইম আয়ুষ বাদোনিকে দিয়ে। তাঁকেও দুরমুশ করল পাঞ্জাবের ওপেনিং জুটি। অষ্টম ওভারে এসেই নাটকীয় কিছু করা সম্ভব ছিল না সিদ্ধার্থের। তাঁকে দিয়ে চারটে ওভারও করালেন না পন্থ। সব দেখেশুনে নেটিজেনরা বলছেন, পন্থ আসলে স্পিনারদের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছেন। কে স্পিনার, কখন স্পিনার আনতে হবে-কিছুই মনে নেই তাঁর। কুম্বলে মনে করিয়ে দিলেন, 'পাওয়ার প্লে'তে সিদ্ধার্থ ভালো বল করে। কিন্তু ওকে চারটে ওভারও দেওয়া হল না।" উল্লেখ্য, বিধ্বংসী হয়ে ওঠা প্রিয়াংশকেও আউট করেছেন সিদ্ধার্থ। চোখের সামনে সেটা দেখেও সিদ্ধার্থকে দিয়ে চার ওভার বল করাতে ভুলে গেলেন পন্থ!

হাড়ে চিড় নিয়েই আইপিএলে খেলছেন বরুণ, কেকেআর এখনও ট্রফি জেতার দাবিদার, মনে করেন কলকাতার স্পিনার

আইপিএলের শুরু থেকে খুব একটা ভাল খেলতে পারছিলেন না। উইকেট পেলেও প্রচুর রান দিচ্ছিলেন। রাজস্থানের বিরুদ্ধে অবশেষে প্রত্যাবর্তন হল 'আসল' বরুণ চক্রবর্তীর। রানও কম দিলেন। তুলে নিয়েছেন তিনটি উইকেটও। ম্যাচের পর বরুণ জানালেন, হাড়ে চিড় নিয়েই তিনি আইপিএলে খেলছেন। তাঁর মতে, এখনও ট্রফি জিততে পারে কেকেআর।

এ দিন দ্বিতীয় দ্রুততম ক্রিকেটার হিসাবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ২০০টি উইকেট নিলেন বরুণ। ১৫১টি ইনিংসে ২০০তম উইকেট পেয়েছিলেন অর্শদীপ সিংহ। বরুণ পেলেন ১৫৫তম ইনিংসে। কুলদীপ যাদব (১৬০), জয়দেব উনাদকাট (১৬২) এবং মহম্মদ শামি (১৬৫) রয়েছেন বরুণের পরে।

রিঙ্কু সিংহ নয়, ম্যাচের সেরার পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় বরুণের হাতে। তিনি বলেন, "পিচ খুব একটা আলাদা ছিল না। আইপিএলে যেমন পিচ হয় তেমনই হয়েছে। আজ একটু মন্থর গতির ছিল, যা আমরা কাজে লাগিয়েছি। প্রথম কয়েকটা ম্যাচে আমি চোট পেয়েছিলাম। দুটো হাড়ে চিড় ধরেছিল। এখনও বাঁ হাতে চিড় দুটো রয়েছে। সেটা সামলেই খেলার চেষ্টা করছি। কাজটা কঠিন, তবু চেষ্টা তো করতেই হবে।"

সাফল্যের নেপথ্যে গোটা কোচিং স্টাফকে কৃতিত্ব দিয়েছেন বরুণ। বলেছেন, "ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়ে খুব ভাল লাগছে। নিজের ব্যাপারে কথা বলার আগে কোচিং স্টাফদের কৃতিত্ব দিতে চাই। গত কয়েকটা সপ্তাহ খুবই কঠিন গিয়েছে। ফলাফল আমাদের পক্ষে যায়নি। বাইরে থেকে প্রচুর কথাবার্তা শুনেছি। তবে প্রধান কোচ এবং বাকি কোচেরা কখনও সেই আওয়াজের প্রভাব আমাদের উপরে পড়তে দেননি। আমরা নিজেদের পদ্ধতিই অনুসরণ করছিলাম। এই জয় আমাদের প্রাপ্য ছিল।"

সেই সূত্র ধরেই তিনি বললেন, "আমরা সব ম্যাচ জিততেই নামি। ট্রফির দাবিদার হিসাবেই প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমেছি। এখনও আশা আছে। এই জায়গা থেকেই ঘুরে দাঁড়ানো শুরু করতে হবে।"

বরুণ স্বীকার করলেন, এই জয় ড্রেসিংরুমে অনেকটা স্বস্তি ফিরিয়েছে। রহস্য স্পিনারের কথায়, "২০২৪-এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে আমি ড্রেসিংরুমে কারওকে খুব একটা কাঁদতে দেখিনি। কিন্তু আজ জয়ের পরে অনেকের চোখেই জল দেখলাম। চোটের জন্য মরসুমের শুরু থেকে একের পর এক ক্রিকেটার ছিটকে গিয়েছে। সেই দলকে ছন্দে ফেরানো সহজ নয়। এমনই একটি জয় আমাদের প্রয়োজন ছিল। আশা করি, এই জায়গা থেকে আমরা ঘুরে দাঁড়াব।"সাফল্যের দিনে একটু অনুযোগও রয়েছে বরুণের। ব্যাটারদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, "পিচ আজ মন্থর ছিল। তবে মাঝের দিকে আরও ভাল ব্যাট করা উচিত ছিল আমাদের। তবে আজ জিতে এটুকু প্রমাণ করতে পেরেছি যে শুধু অংশগ্রহণ করতে আইপিএলে আসিনি।"

রোহিত-কোহলিকে ছেঁটে ফেলা আগরকর কত দিন প্রধান নির্বাচক থাকবেন? সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনদের টেস্টজীবন শেষ হওয়ার নেপথ্যে অজিত আগরকরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়। মহম্মদ শামির মতো বোলারকেও দীর্ঘ দিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে রেখেছেন প্রধান নির্বাচক। তা-ও তাঁর উপরই ভরসা রাখতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

গৌতম গম্ভীরের মতো আগরকরের নানা সিদ্ধান্ত নিয়েও সমালোচনা হয়েছে। ভারতীয় দল নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একাংশও। তবে তাঁর উপর বোর্ড কর্তাদের ভরসা অটুট। আপাতত আগরকরকেই প্রধান নির্বাচক রেখে দিতে চাইছে বিসিসিআই। ২০২৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত আগরকরের সঙ্গে চুক্তি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা বলেছেন, "আগরকরের কার্যকালে ভারতীয় দলে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন আগরকর। বোর্ড তাঁকেই দায়িত্বে রাখতে চাইছে। আইপিএলের মাঝে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তা এবং আধিকারিকেরা আগরকরের সঙ্গে আলোচনা করবেন।" তিনি জানিয়েছেন, আগরকরকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে এবং চুক্তি চূড়ান্ত হলে সরকারি ভাবে বিষয়টি ঘোষণা করবে বিসিসিআই। প্রাক্তন অলরাউন্ডার যে ভাবে ভারতীয় দলের তারকা সংস্কৃতিতে রাশ টেনেছেন, তা-ও খুশি করেছে বোর্ড কর্তাদের।

একাধিক কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও আগরকরের কার্যকালে ভারতীয় দল উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাফল্য পেয়েছে। ২০২৪ এবং ২০২৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়, ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের মতো সাফল্য রয়েছে। ২০২৩ সালে এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালেও উঠেছিল ভারতীয় দল। তাঁর কার্যকালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) প্রতিযোগিতাগুলিতে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সই সবচেয়ে ভাল। টেস্টে তেমন সাফল্য না এলেও সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের দাপট প্রভাবিত করেছে বিসিসিআই কর্তাদের। ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে এক দিনের বিশ্বকাপ রয়েছে। তার আগে বড় কোনও পরিবর্তনের পক্ষে নন বোর্ড কর্তারা। স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। কর্তারা চাইছেন আগরকর এবং গম্ভীরের নেতৃত্বেই আগামী বিশ্বকাপের পরিকল্পনা এবং দল গঠনের কাজ চলুক। আগরকরের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচক হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবেন প্রজ্ঞান ওঝা এবং রুদ্রপ্রতাপ সিংহও। তাঁদের সঙ্গে দু'জন নতুন নির্বাচক আসতে পারেন।কোহলি আলাদা করে প্রশংসা করেছেন রোমারিয়ো শেফার্ডের, যিনি শেষ দিকে নেমে আট বলে অপরাজিত ১৪ রানের ইনিংস খেলে যান। কথা বলেছেন ক্রুণাল পাণ্ড্যকে নিয়েও। কোহলির কথায়, "শেফার্ড ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ম্যাচটা শেষ করে এসেছে দেখে ভাল লাগছে। কেপি (ক্রুণাল) একমাত্র ব্যাটার যে এখনও ব্যাট করার সুযোগ সে ভাবে পায়নি। বাকিরা সকলেই মোটামুটি ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছে। আশা করি পরের বার উচ্ছ্বাস করতে পারবে। প্রত্যেকে পেশাদারের মতো খেলছে। এ ভাবেই এগিয়ে যাব আমরা।"মাঠের লড়াইয়ে জিতেছে বেঙ্গালুরু। এ বার মাঠের বাইরে চেন্নাইয়ের সঙ্গে অন্য 'যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়ল তারা। তাদের দলের ক্রিকেটারদের অপমান করা হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে বোর্ডে অভিযোগ জানিয়েছে চেন্নাই। একটি গানের অপব্যবহার করে এবং 'ডিজে'র বিভিন্ন মন্তব্যের মাধ্যমে চেন্নাইয়ের ক্রিকেটারদের অপমান করা হয়েছে বলে দাবি। চেন্নাইয়ের দাবি, তাদের ইনিংস শুরুর আগে, 'দোসা, ইডলি, সম্বর' নামে যে বিখ্যাত তামিল গানটি রয়েছে, তা ব্যবহার করেছেন বেঙ্গালুরুর ডিজে। সেই সঙ্গে আপত্তিকর মন্তব্যও করা হয়েছে। বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, "আমরা অভিযোগ পেয়েছি। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"চেন্নাইয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কাশী বিশ্বনাথন 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে বলেছেন, "ডিজেদের কাজ হল নিজেদের দলকে সমর্থন করা। কিন্তু চিন্নাস্বামীতে অন্য জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম আমরা। আমাদের দলের ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে। সেটা উল্লেখ করেই আমরা বোর্ডকে চিঠি দিয়েছি।"গণ আপ্পুর গাওয়া এই গান তামিলদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। চেন্নাইয়ের নিজেদের মাঠে ম্যাচ থাকলে প্রায়শই এই গান ব্যবহার করা হয়। বেঙ্গালুরু ম্যাচ থাকলে তা আরও বৃদ্ধি পায়। গত বছর বেঙ্গালুরুর ক্রিকেটার জিতেশ শর্মার গান গাওয়ার একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছিল। তা নিয়ে মশকরা করেছিলেন চেন্নাই সমর্থকেরা। তখন চেন্নাই দলের পক্ষ থেকে সাফ বলে দেওয়া হয়েছিল, বিপক্ষের ক্রিকেটার এবং সমর্থকদের নিয়ে যেন কোনও রকম মজা না করা হয়।কাশী বলেছেন, "ওই ঘটনার পর আর এমন কিছু ঘটেনি। ডিজে কোনও ভাবেই বিপক্ষের ক্রিকেটারদের নিয়ে মন্তব্য করতে পারে না।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গত টেস্ট সিরিজের মাঝে হঠাৎ অবসর ঘোষণা করেছিলেন অশ্বিন। দেশে ফেরার পর রঞ্জি ট্রফি খেলতে বাধ্য করা হয়েছিল কোহলি এবং রোহিতকে। তবে গত বছর আইপিএলের সময় দু'জনেই হঠাৎ টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সেই অর্থে অস্ট্রেলিয়াতেই কোহলি, রোহিত এবং অশ্বিনের টেস্টজীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। গত বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর শামিকেও আর জাতীয় দলের জন্য বিবেচনা করেননি আগরকর। রোহিতকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে নেতৃত্ব থেকেও। ভারতীয় দলের সার্বিক পালাবদলের অন্যতম মুখ আগরকর।

চেলসিকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় তিনে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, ডার্বিতে এভার্টনকে হারাল লিভারপুল

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি আর্সেনালকে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের লড়াই জমিয়ে দিয়েছে। এই দুই দলের মধ্যে যে কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। বাকি আর কোনও দল ট্রফি জেতার লড়াইয়ে নেই। তাদের মধ্যে লড়াই চলছে আগামী মরসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করার। সেই লড়াইয়ে কিছুটা এগোল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও লিভারপুল। চেলসিকে হারাল ম্যান ইউ। লিভারপুল আবার শেষ দিকে গোল করে ডার্বিতে হারাল এভার্টনকে।

মরসুমের মাঝে মাইকেল ক্যারিক দায়িত্ব নেওয়ার পর বদলে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। মরসুমের মাঝেও যে দল পয়েন্ট তালিকায় অনেকটা পিছনে ছিল, সেই দলই এখন তিন নম্বরে। আর্সেনাল ও ম্যান সিটির পরেই রয়েছেন ব্রুনো ফের্নান্দেসরা। রবিবার ম্যান ইউর প্রতিপক্ষ ছিল চেলসি। ক্যারিক জানতেন, বুদ্ধি করে ৩ পয়েন্ট তুলতে হবে। সেটাই করলেন তিনি।প্রথমার্ধের বিরতির ঠিক ২ মিনিট আগে গোল করেন ম্যান ইউর ম্যাথিউস কুনহা। সেই গোলেই খেলার ফয়সালা হয়ে গেল। বলের দখল বেশি ছিল চেলসির। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড যেখানে মাত্র চারটি শট মেরেছে সেখানে চেলসি মেরেছে ২০টি শট। কিন্তু তার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল মাত্র একটি। এই পরিসংখ্যান বুঝিয়ে দিচ্ছে, ম্যান ইউর রক্ষণ ভাঙতে পারেনি চেলসি। ১-০ গোলে জেতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।মার্সিসাইড ডার্বিতে লিভারপুল বনাম এভার্টন ম্যাচ শেষ পর্যন্ত টান টান হয়েছে। ২৯ মিনিটে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন মো সালাহ ৫৪ মিনিটে সমতা ফেরান বেটো। তার পর নির্ধারিত ৯০ মিনিটে দুই দল আর গোল করতে পারেনি। কিন্তু সংযুক্তি সময়ের দশম মিনিটে কর্নারে হেড করে লিভারপুলের জয়সূচক গোল করেন অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডাইক। আর ফিরতে পারেনি এভার্টন। ২-১ গোলে জেতে লিভারপুল।রবিবারের ম্যাচের পর প্রিমিয়ার লিগে তিন নম্বরে ম্যান ইউ। ৩৩ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৫৮। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্টও ৫৮। গোলপার্থক্যে চার নম্বরে তারা। পাঁচ নম্বরে রয়েছে লিভারপুল। ৩৩ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৫৫। প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় থাকা প্রথম পাঁচ দল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলবে। ফলে জোর লড়াই চলছে ম্যান ইউ, অ্যাস্টন ভিলা ও লিভারপুলের মধ্যে।

বিলোনিয়া আন্ত স্কুল ক্রিকেট সুপার লিগে জয়ী ঋষ্যমুখ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত আন্ত স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সুপার লিগের খেলা চলছে এখন। সুপারের তৃতীয় ম্যাচে সোমবার মুখোমুখি হয় ঋষ্যমুখ ও সোনাইছড়ি। বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে আয়োজিত সীমিত ওভারের ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এদিন সোনাইছড়িকে তিন উইকেটে পরাজিত করে ঋষ্যমুখ। সকালে পরাজিত দল সোনাইছড়ির অধিনায়ক প্রতিপক্ষকে জয়ের জন্য বড় রানের টার্গেট দিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইনিংসের দল প্রথম সারির চার ব্যাটসম্যান জয়দেব মজুমদার (১৮), ময়না উল্লাহ (১৯*), সাহাজিত হুসেন (২৭) ও আকবর হোসেনের (৩৫) হাত ধরে নির্ধারিত ২০ ওভারে চারজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে ১০৯ রান। ঋষ্যমুখের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক দুটি উইকেট পেল তপন ঘোষ। জবাবে জয়ের জন্য ১১০ রানের টার্গেট নিয়ে ঋষ্যমুখ ব্যাট করতে নেমে ১৮ ওভারে সাতজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ২৮ রানের সাহায্যে তুলে নেয় জয়ের প্রয়োজনীয় রান। জয়ী দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩০ রান করে বল হাতে নিয়ে সফল ওপেনিং ব্যাটসম্যান তপন ঘোষ।

নির্বাচনোত্তর হিংসা বন্ধের দাবিতে সরব আমরা বাঙালী, রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিল আমরা বাঙালী। সোমবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দলটির রাজ্য কমিটি এই পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে হিংসা বন্ধের দাবি জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন ধরেই নির্বাচন পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক হিংসার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বাম আমল হোক বা পরবর্তী সময়বিজয়ী দলগুলির বিরুদ্ধে বিরোধী শিবিরের উপর হামলার অভিযোগ নতুন নয়। বর্তমানে এডিসি নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরও সেই একই চিত্র সামনে এসেছে বলে দাবি দলের।

আমরা বাঙালী আরও জানায়, শাসক বিজেপি ও শরিক দল তিপ্রামথার মধ্যে যেভাবে সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনা সামনে আসছে, তা রাজ্যের জন্য উদ্বেগজনক এবং বিরল। এই পরিস্থিতির জেরে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী ও নিরীহ মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে উল্লেখ করা হয়।

বিভিন্ন এলাকায় হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, মারধর ও প্রাণনাশের হুমকির জেরে বহু মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে শহরমুখী হচ্ছেন বলেও দাবি করা হয়েছে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে। ক্ষতিগ্রস্তদের একাংশ শাসকদলের নেতাদের দ্বারস্থ হয়েও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ ওঠে।

এই প্রেক্ষিতে 'আমরা বাঙালী' দলের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কয়েকটি দাবি তুলে ধরা হয়েছে।

দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে

প্রথমত, নির্বাচন পরবর্তী হিংসা ও সন্ত্রাসে জড়িত দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয়ত, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা প্রদান এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি জাতীয় সড়ক অবরোধের ঘটনায় যুক্তদের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

দলটির রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল জানান, অবিলম্বে এই দাবিগুলি পূরণ না হলে রাজ্যবাসীর স্বার্থে সারা রাজ্যে বৃহত্তর গণআন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে 'আমরা বাঙালী'।

নাবালিকা অপহরণ ও সাইবার অপরাধে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: নাবালিকা অপহরণ ও সাইবার অপরাধের মামলায় বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় অসম থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ভুক্তভোগীকেও নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি বিশেষ দল অভিযান চালায়। এই অভিযান পরিচালিত হয় অসমের শ্রীভূমি জেলার রতাবাড়ি থানার অন্তর্গত গোবিরা এলাকায়। অত্যাধুনিক লোকেশন-বেসড সার্ভিস (জ্ঞঞ্ছ) প্রযুক্তির সাহায্যে অভিযুক্তের অবস্থান নিশ্চিত করে দ্রুত পদক্ষেপ নেয় পুলিশ।

অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয় রতাবাড়ি থানার গান্তারিয়া এলাকার বাসিন্দা অবন্তিনাথের পুত্র আশু দেবনাথ (২৬)-কে। তার বিরুদ্ধে চুরাইবাড়ি থানায় দায়ের হওয়া মামলা নং ২০২৫ সিআরবি ০২৫-এর অধীনে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (ঞ্চঞ্ছ)-এর একাধিক গুরুতর ধারায় অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ধারা ১৩৭(২), ৭৫(১)(ছত্ত), ৭৯, ৭৮(১)(ছ), ৩৫১(১) এবং ৬৫(১)। পাশাপাশি, পকসো আইনের ৪(২) ধারাও যুক্ত করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি মামলার নাবালিকা ভুক্তভোগীকেও নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে তার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই সফল অভিযানের ফলে এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ ফিরেছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতেও আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান জারি থাকবে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে এবং অভিযুক্তকে আইন অনুযায়ী আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

৭৪ জন হজযাত্রী ত্রিপুরা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: ত্রিপুরার হজ যাত্রীরা আজ মক্কা এবং মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। ত্রিপুরা থেকে মোট ৭৪ জন হজে যাচ্ছেন। আজ আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্য বিমানবন্দরে হজ যাত্রীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। অনেকেই প্রথমবার হজে যাচ্ছেন। হজ যাত্রীদের পরিবারের অন্য সদস্যরাও এদিন বিমানবন্দরে তাঁদের বিদায় জানাতে এসেছিলেন।

ত্রিপুরা হজ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ আলম জানিয়েছেন, সারা রাজ্য থেকে ৭৪ জন হজ যাত্রী আজ মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। তাঁরা কলকাতা থেকে আরব দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। কেন্দ্রীয় হজ কমিটি এই হজ যাত্রায় ভীষণ সহায়তা করেছে। আল্লাহ-র দরবারে সকলের জন্য প্রার্থনা করার জন্য হজে যাচ্ছে।

হজ যাত্রীদের পাসপোর্ট, ভিসা-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ে কেন্দ্রীয় হজ কমিটির সহযোগিতা মিলেছে। এদিন তিনি আরও বলেন, হজে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ভাষার মানুষ আসেন।

তাঁদের সকলের সাথে ঐকান্তিক সম্পর্ক স্থাপন করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে হজ। তিনি বলেন, সমস্ত নিয়ম, বিধান রক্ষা করে হজ পালন করতে সময় লাগে পাঁচদিন। তবে, হজ যাত্রায় যাতায়াত-সহ মোট এক মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

মৃত ব্যক্তিকে 'জীবিত' দেখিয়ে জমির জাল রেজিস্ট্রি! আগরতলায় চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: রাজ্যের রাজধানী আগরতলার নন্দননগর এলাকায় ডন বসকো স্কুলের পেছনে এক চাঞ্চল্যকর জমি জালিয়াতির ঘটনা সামনে এসেছে। অভিযোগ, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত দেখিয়ে একাধিক জাল দলিল তৈরি করে জমি বিক্রি করে দিয়েছে এলাকার দুই ব্যক্তি।

অভিযোগ অনুযায়ী, জমির দালাল আব্দুল করিম মিয়া ও বিল্লাল হোসেন মিলে মৃত নগেন্দ্র সরকারের নামে চারটি ভুয়ো দলিল তৈরি করে। শুধু তাই নয়, ওই জাল কাগজপত্রের মাধ্যমে জমিটি চারজন ভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিক্রিও করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।

ঘটনায় হতবাক নগেন্দ্র সরকারের পরিবার উপায়ান্তর না দেখে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডাঃ বিশাল কুমারের দ্বারস্থ হন। তারা পুরো বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জেলাশাসকের কাছে তুলে ধরেন। অভিযোগ শুনে জেলাশাসক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন এবং কীভাবে এই জাল কাগজপত্র তৈরি হল, তা তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানান।

এদিকে, মৃত নগেন্দ্র সরকারের ছেলে রঞ্জিত সরকার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, তাদের পৈতৃক জমি ফেরত পাওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন তিনি। রঞ্জিত সরকার বলেন, উনার বাবাকে মৃত থাকা সত্ত্বেও জীবিত দেখিয়ে জাল দলিল তৈরি করা হয়েছে। এর সঠিক তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। জমি ফিরে পেতে প্রশাসনের নিকট আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

ত্রিপুরায় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করতে টি-নেস্টে কর্মশালা আয়োজন

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: ত্রিপুরায় স্টার্টআপ ও উদ্ভাবন ভিত্তিক পরিবেশ আরও শক্তিশালী করতে তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের উদ্যোগে টি-নেস্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করা হলো। "বিল্ডিং স্টার্টআপস ইন ত্রিপুরা: সাকসেস, প্রোটেকশন অ্যান্ড গ্রোথ ক্যাপিটাল" শীর্ষক এই কর্মশালা সোমবার হাপনিয়াস্থিত টি-নেস্ট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা। উপস্থিত ছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের সচিব কিরণ গিট্টে, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধিকর্তা জেয়া রাগুল গেশন বি-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

রাজ্যে স্টার্টআপ সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে ত্রিপুরা সরকার ২০২৫ সালের 'ত্রিপুরা স্টার্টআপ পলিসি' চালু করেছে, যার আওতায় ইতিমধ্যে প্রায় ১১৮টি স্টার্টআপ অনুমোদন পেয়েছে। এই নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী টি-নেস্ট উদ্বোধন করেন, যা বর্তমানে রাজ্যের প্রধান ইনকিউবেশন ও উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। কর্মশালায় তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধিকর্তা রাজ্যের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা তুলে ধরেন। পাশাপাশি সচিব কিরণ গিট্টে জানান, ডিজিটাল পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নতুন প্রজন্মের উদ্ভাবন নেটওয়ার্ক -এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণদের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। মুখ্যসচিব তাঁর বক্তব্যে বলেন, রাজ্য সরকার উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি শিক্ষার্থী, উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সরকার পরিচালিত উদ্ভাবন মিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।কর্মশালায় স্টার্টআপ গঠন, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ এবং অর্থায়নের সুযোগ নিয়ে একাধিক বিশেষজ্ঞ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা প্রসান্ত সরকার তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরে নতুন উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। এছাড়াও ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে এনজিআইএন প্রকল্পের আওতায় থাকা ছাত্র উদ্ভাবক এবং স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কর্মশালায় ছাত্রছাত্রী, স্টার্টআপ প্রতিনিধি, সরকারি আধিকারিকসহ বিভিন্ন স্তরের অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রাজ্য সরকার মনে করছে, এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টার্টআপ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

এমআইডিএইচ প্রকল্পে পশ্চিম জেলায় ৬৫ হেক্টর জমিতে ফল চাষ

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের উদ্যোগে এমআইডিএইচ প্রকল্পে ৬৫ হেক্টর জমিতে ফল চাষ করা হয়েছে। এরজন্য ব্যয় হয়েছে ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৫০০ টাকা। এ প্রকল্পে ৪০ হেক্টর জমিতে আনারস, ৩ হেক্টর জমিতে কামালাম ফল, ১৫ হেক্টর জমিতে কাঁঠাল ও ৭ হেক্টর জমিতে এবাকাডো ফল চাষ করা হয়েছে। এরমধ্যে জেলার জিরানীয়া ব্লকের ৪ হেক্টরে আনারস, ০.২ হেক্টরে কামালাম ফল, ২ হেক্টরে কাঁঠাল এবং ১ হেক্টর জমিতে এবাকাডো ফল চাষ করা হয়েছে।

বেলবাড়ি ব্লকের ৭ হেক্টরে আনারস, ০.২ হেক্টরে কামালাম, ২ হেক্টরে কাঁঠাল ও ১ হেক্টরে এবাকাডো ফলচাষ করা হয়েছে। পুরাতন আগরতলা ব্লকের ২ হেক্টরে আনারস ও ১.২ হেক্টর কামালাম ফলচাষ করা হয়েছে। মান্দাই ব্লকের ৭ হেক্টরে আনারস, ০.৪ হেক্টরে কামালাম, ৩ হেক্টরে কাঁঠাল, ১ হেক্টরে এবাকাডো ফল চাষ করা হয়েছে। মোহনপুর ব্লকের ০.২ হেক্টরে কামালাম ফল, ২ হেক্টরে কাঁঠাল ও ১ হেক্টরে এবাকাডো ফলচাষ করা হয়েছে। লেফুঙ্গা ব্লকের ৬ হেক্টরে আনারস, ০.২ হেক্টরে কামালাম ফল ও ২ হেক্টরে কাঁঠাল বাগান করা হয়েছে। বামুটিয়া ব্লকের ৫ হেক্টরে আনারস, ০.২ হেক্টরে কামালাম, ১ হেক্টরে কাঁঠাল ও ২ হেক্টরে এবাকাডো ফল চাষ করা হয়েছে। হেজামারা ব্লকের ৭ হেক্টরে আনারস, ০.২ হেক্টরে কামালাম ফল, ২ হেক্টরে কাঁঠাল ও ১ হেক্টরে এবাকাডো ফলচাষ করা হয়েছে। ডুকলি ব্লকের ২ হেক্টরে আনারস, ০.২ হেক্টরে কামালাম ফল ও ১ হেক্টরে কাঁঠাল বাগান করা হয়েছে। এদিকে দপ্তরের উদ্যোগে এই অর্থবছরে পশ্চিম জেলার ২০০ হেক্টর জমিতে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সব্জিচাষ করা হয়েছে।এমআইডিএইচ স্কিমে এই সব্জি চাষে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

এই কর্মসূচির মধ্যে জেলার জিরানীয়া কৃষি মহকুমায় ২৩ হেক্টর, বেলবাড়ি কৃষি মহকুমার ১৮৮ হেক্টর, পুরাতন আগরতলা কৃষি মহকুমার ২০ হেক্টর, মান্দাই কৃষি মহকুমার ১৮ হেক্টর, মোহনপুর কৃষি মহকুমায় ৩০ হেক্টর, লেফুঙ্গা কৃষি মহকুমার ১৯ হেক্টর, বামুটিয়া কৃষি মহকুমার ২৭ হেক্টর, হেজামারা কৃষি মহকুমার ১৮ হেক্টর এবং ডুকলি কৃষি মহকুমার ২৭ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির উচ্চফলনশীল সব্জিচাষ করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস উইক''র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কর্মীরা পুরস্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল: আজ অগ্নিনির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ফায়ার সার্ভিস উইক এর সমাপনী এবং বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বাধারঘাট ফায়ার সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অগ্নিনির্বাপক ও জরুরী পরিষেবা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা মিঠুন দাস চৌধুরী, প্রাক্তন অধিকর্তা উত্তম মন্ডল সহ রাজ্যের প্রত্যেক জেলার ফায়ার আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে আগুন নেভানোর উপর একটি প্রতিযোগিতামূলক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

বীরচন্দ্র কলসী আসনে তিপ্রা মথার জয়, বগাফা বাজারে বিশাল বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনের ফলাফলে ২৬ নং বীরচন্দ্র কলসী আসনে তিপ্রা মথা দলের মনোনীত প্রার্থী কেনারাম রিয়াং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। রাজ্যজুড়ে এডিসি এলাকাগুলিতে তিপ্রা মথা দলের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের প্রেক্ষিতে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এই জয়ের আনন্দে সোমবার বগাফা বাজার এলাকায় এক সুবিশাল বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। জয়ী প্রার্থী কেনারাম রিয়াংকে সঙ্গে নিয়ে মিছিলটি বগাফা বাজার থেকে শুরু হয়ে বাজারের বিভিন্ন রাস্তা ও সংলগ্ন গ্রাম পরিক্রমা করে। পরে স্থানীয় একটি বাড়িতে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয় এবং সেখানে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেনারাম রিয়াং জানান, এই জয়ের মাধ্যমে তিনি ২৬ নং বীরচন্দ্র কলসী আসনের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করবেন। এলাকার বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিষেবা উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। পাশাপাশি সকলকে সঙ্গে নিয়ে মিলেমিশে উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

সভা থেকে এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিশেষ আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য, এই আসনে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর এখন পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। দলের নেতৃত্ব হরেন্দ্র রিয়াং ও জয়ী প্রার্থী কেনারাম রিয়াংয়ের নেতৃত্বে এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রয়েছে বলে জানা গেছে।

বিজয় মিছিল ও আলোচনা সভায় তিপ্রা মথা দলের নেতৃত্ব হরেন্দ্র রিয়াং, জয়ী প্রার্থী কেনারাম রিয়াংসহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। মিছিলে অংশগ্রহণকারী কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

বিলোনিয়া শ্রী শ্রী রামঠাকুর স্মৃতি মন্দিরে অক্ষয় তৃতীয়ার বিশেষ পূজার্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২০ এপ্রিল: আজ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিকে ঘিরে বিলোনিয়া শ্রী শ্রী রামঠাকুর স্মৃতি মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়ের চিত্র দেখা গেছে। ভোর থেকেই ভক্তদের ঢল নামে মন্দির প্রাঙ্গনে। পূজা-অর্চনা, ধূপ-ধুনো আর ভক্তিমূলক আবহে গোটা এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। শুভ সূচনার এই দিনে বহু মানুষ নতুন বছরের ব্যবসায়িক পথচলার সূচনা করতে 'হালখাতা যাত্রা'-য় অংশগ্রহণ করেন। ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে নতুনভাবে শুরু করার এই প্রথা ঘিরে ছিল বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

উপস্থিত দর্শনার্থীরা জানান, প্রতিবছরের মতো এবারও অক্ষয় তৃতীয়ার দিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক ভক্ত এখানে সমবেত হয়েছেন। শুধু ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকা থেকেই নয়, রাজ্যের বাইর থেকেও বহু ভক্ত ও দর্শনার্থীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, যা এই মন্দিরের প্রতি মানুষের গভীর আস্থা ও ভক্তির পরিচয় বহন করে।

সিবিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষায় হিন্দি স্কুলে শীর্ষে পৌষমিতা বণিক, পাশের হার ১০০ শতাংশ

আগরতলা, ২০ এপ্রিল: এবছরের সিবিএসই পরিচালিত দশম শ্রেণির পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেছে আগরতলার হিন্দি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের পাশের হার শতভাগ বলে জানানো হয়েছে। জাতীয় স্তরে এবছর সিবিএসই-র সামগ্রিক পাশের হার ৯৩.৭০ শতাংশ।

বিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে ছাত্রী পৌষমিতা বণিক। সে ৯৮.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। পৌষমিতা ধলেশ্বর ১২ নম্বর রোড এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী পিনাকী বণিক ও আকাশবাণীর সংবাদ পাঠিকা সুমিতা বণিকের কন্যা।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পৌষমিতার দাদা বর্তমানে চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়-এ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। মেয়ের এই সাফল্যে পরিবারে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। তার বাবা-মা জানান, "এটা তো সবে শুরু, সামনে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে।"

পৌষমিতার এই অসাধারণ সাফল্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহপাঠী ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যেও ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তার এই কৃতিত্বে সন্তোষ ও গর্ব প্রকাশ করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, একই পরীক্ষায় ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে অস্মিতা রায়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে অঙ্কিত দে, যার প্রাপ্ত নম্বর ৯৩ শতাংশ। বিদ্যালয়ের এই সাফল্য আগরতলার শিক্ষামহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

শান্তিরবাজারে অগ্নিসংযোগ: ব্যবসায়ীর দোকান পুড়ে ছাই, এলাকায় চাঞ্চল্য

শান্তিরবাজার, ২০ এপ্রিল: গতকাল গভীর রাতে শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পতিছড়ি মুসলিম পাড়ায় এক মর্মান্তিক অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের লাগানো আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় এক স্থানীয় ব্যবসায়ীর দোকান।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, রাত প্রায় ২টা নাগাদ হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং দোকানে থাকা মুদি সামগ্রীসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে প্রায় ২০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের পরিচয় বা আগুন লাগানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে আজ সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ৩৬ শান্তিরবাজার মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি দেবাশীষ ভৌমিকসহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব।

জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষার মানোন্নয়নে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত, উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে রূপরেখা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল: রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল জনজাতি কল্যাণ দপ্তর। সোমবার রাজ্য সচিবালয়ে দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলির রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন আশ্রম বিদ্যালয় ও একলব্য রেসিডেনসিয়াল মডেল বিদ্যালয়ের মেম্বার সেক্রেটারি, প্রিন্সিপাল, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারসহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলকীভাবে জনজাতি ছেলে-মেয়েদের জন্য আধুনিক ও গুণগত শিক্ষা আরও সহজলভ্য করা যায়।

বৈঠক শেষে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১২টি একলব্য রেসিডেনসিয়াল মডেল বিদ্যালয় চালু রয়েছে। খুব শীঘ্রই আরও ৬টি নতুন বিদ্যালয় চালুর প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। পাশাপাশি, বাকি ৩টি বিদ্যালয় আগামী এক বছরের মধ্যে চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, "শুধু অবকাঠামো বৃদ্ধি করলেই চলবে না, শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করতে শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশাসন ও অভিভাবকদের সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।"

শিক্ষাক্ষেত্রে এই সম্প্রসারণমূলক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষামহলের একাংশ। তাঁদের মতে, জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

রাজ্যের শিক্ষা মানচিত্রে এই উদ্যোগ কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর শিক্ষাবিদদের।

অক্ষয় তৃতীয়ায় লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে ভক্তদের ঢল

আগরতলা, ২০ এপ্রিল : অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে আজ সকাল থেকেই লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ভক্তদের ঢল, পূজা-অর্চনা এবং শুভ সূচনার আবহে মুখর হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গণ। বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিল আলাদা উৎসাহ নতুন বছরের ব্যবসায়িক সূচনা উপলক্ষে হালখাতা যাত্রা করতে মন্দিরে ভিড় জমান বহু মানুষ।

প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পালিত হয় অক্ষয় তৃতীয়া। পয়লা বৈশাখের মতোই এই দিনটিকেও ব্যবসায়ীদের কাছে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এদিন অনেকেই নতুন খাতা খুলে ব্যবসার সূচনা করেন এবং দেবতার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। সেই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই আজ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে সকাল থেকে ভক্তদের আনাগোনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

'অক্ষয়' শব্দের অর্থ যা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ চিরস্থায়ী।

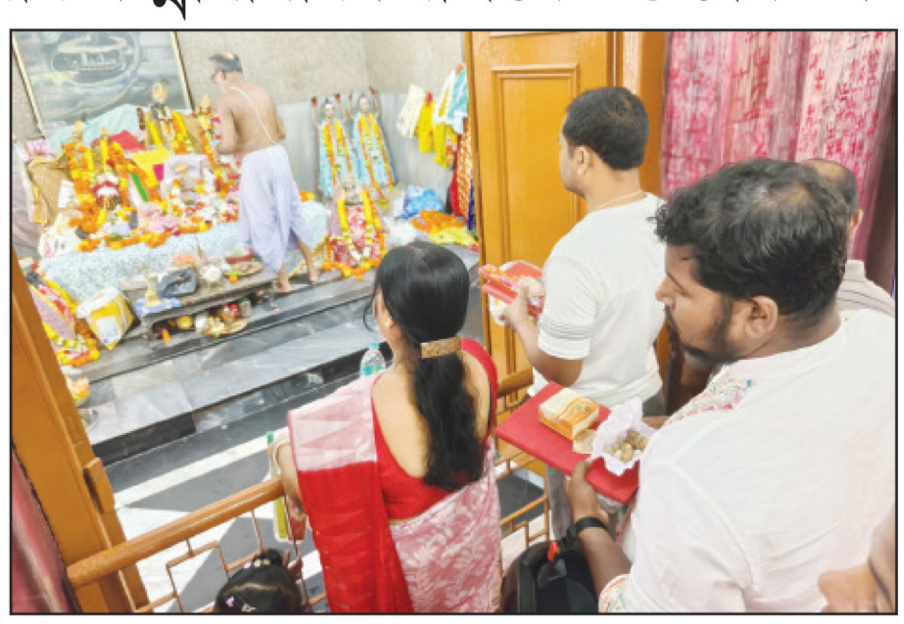

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, এই তিথিতে যে কোনও শুভ কাজ বিয়ে, গৃহপ্রবেশ কিংবা উপনয়ন শুরু করলে তা দীর্ঘস্থায়ী ও মঙ্গলজনক হয়। একইভাবে ব্যবসায়ীদের ধারণা, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে হালখাতা যাত্রা করলে সারা বছর ব্যবসা সফল ও সমৃদ্ধ হয়।

এছাড়াও, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সোনা-রুপো কেনার বিশেষ প্রচলন রয়েছে।

পুরাণ মতে, এই দিনে কুবেরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে অগাধ ধনসম্পদ দান করেন। তাই এই তিথিতে সোনা ক্রয় এবং কুবেরের পূজো করলে সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় বলে বিশ্বাস করা হয়।

এই সব বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে আজকের দিনটি ঘিরে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে তৈরি হয় এক উৎসবমুখর পরিবেশ, যেখানে ধর্মীয় আচার ও ব্যবসায়িক সূচনার এক অনন্য মেলবন্ধন দেখা যায়।

পথ দুর্ঘটনায় দুর্ঘটনায় নিহত ১৮ বছরের যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২০ শে এপ্রিল: পথ দুর্ঘটনায় দুর্ঘটনায় নিহত এক ১৮ বছরের যুবকের, আহত আরেক নাবালক। ঘটনাটি ঘটে রবিবার বিলোনীয়া থানাধীন বিলোনীয়া - আগরতলা সড়কের চিত্তামারা এলাকায়।

জানা গেছে, রবিবার বিলোনীয়া তৈছামা গৌরিয়া মেলা থেকে পাইখলা নিজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয় আপন ত্রিপুরা (১৭) এবং কমল ত্রিপুরা (১৮)। কমল ত্রিপুরা টিআর০৮ - জি ৮৫৯৬ বাইক চালিয়ে আপনকে নিয়ে যাচ্ছিল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas